ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-74 ■ 20 December, 2024 ■ আগরতলা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৪ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭১তম পূর্নাঙ্গ বৈঠক শুরু হচ্ছে আজ, সন্ধ্যায় আসবেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এনইসি) ৭২ তম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক (প্লেনারি) আগামীকাল ২০ই ডিসেম্বর, ২০২৪ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় শুরু হচ্ছে। প্রত্যাশা বাড়ার সাথে সাথে, এই পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে একাধিক উচ্চ-অংশীদারিত্বের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। প্রাক-পূর্ণাঙ্গ বৈঠক কারিগরি অধিবেশন দিয়ে শুরু হবে এবারের প্লেনারি অধিবেশন। বৈঠকটি ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ শহর আগরতলায় হচ্ছে, যে শহর ২০০৮ সালের পর এবার নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এনইসি-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আয়োজন করতে চলেছে। ওই প্লেনারি সেশনে অংশ নিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আগামীকাল সন্ধ্যায় রাজ্যে আসবেন।

এনইসির বৈঠকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মোড়া শহর আগরতলা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পৌরোহিত্যে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২তম প্লেনারি সেশন আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আগামীকাল সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে আগরতলায় আসবেন। ২১ ডিসেম্বর তিনি ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। ২২ ডিসেম্বর তিনি ধলাই জেলায় মাসুরাই পাড়ায় ব্রু পুনর্বাসন শিবির পরিদর্শন করবেন। ওইদিন তিনি আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনফারেন্সে অংশ নেবেন। এছাড়া, তিনি ত্রিপুরায় বিজেপির প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ের ভূমি পূজনেও অংশ নেবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এনইসি) ৭২তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (প্লেনারি) উপলক্ষ্যে আগামীকাল তিন দিনের রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া। আগামীকাল বিকালের বিমানে তিনি আগরতলায় পৌঁছে সন্ধ্যায় উদয়পুর মাতাবাড়িতে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে দর্শন করতে যাবেন।

কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী পরদিন, ২১ ডিসেম্বর আগরতলায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এনইসি) ৭২ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেবেন। সেদিন বিকেলে, ব্যাংকার্স কনক্লেভ এবং নর্থ ইস্ট স্পেস এপ্লিকেশন সেন্টারের দুটো বৈঠকেও যোগ দেবেন।

২০ ডিসেম্বর প্রাক-পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিষয়গত এবং কারিগরি অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক রূপরেখা ও দিক-নির্দেশ তুলে ধরবে যা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামনের দিনগুলোর জন্য অগ্রগতির পথ দেখাবে। আগামী ২১ ডিসেম্বর সকালে মূল পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং এনইসি-র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২শে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ের ভূমি পূজন করবেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামী ২২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপি'র অত্যাধুনিক রাজ্য কার্যালয়ের নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। চারতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা সহ নির্মিত হবে এই কার্যালয়।

প্রসঙ্গত, আগরতলায় বরজলা বিধানসভার নতুন নগরের পাশেই রাজ্য বিজেপি সদর কার্যালয় হতে চলেছে। দুই কানি জমির উপর চারতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই কার্যালয়ের শিলান্যাস ও ভূমি পূজন করা হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে।

আজ কার্যালয়ের নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করেন সদর জেলা বিজেপি সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাহের আম্বেদকর মন্তব্য ঘিরে সংসদের বাইরে বিশৃঙ্খলা, আহত দুই বিজেপি সাংসদ

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভরত বিজেপি সাংসদদের রাজ্যে রাজ্যের দুই সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ও রাজীব ভট্টাচার্য।

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেদকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সংঘাত এ বার পরিণত হল সংঘর্ষে। বৃহস্পতিবার দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন। এছাড়াও বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত আহত হয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর এবং তাঁকে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গির মাথায় আঘাত লেগেছে, তাঁকে যখন হুইলচেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধী একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন, যিনি আমার উপর পড়ে যান, তারপরে আমি পড়ে যাই। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যখন রাহুল গান্ধী এসে একজন সাংসদকে ধাক্কা দেন। যিনি আমার উপর পড়ে যান।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, পীযূষ গোয়েল এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা দলীয় সাংসদদের দেখতে আরএমএল হাসপাতালে যাচ্ছেন।

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'ঘটনাটি ক্যামেরায় বন্দি থাকতে পারে। আমি সংসদের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, বিজেপি সাংসদরা আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, আমাকে ধাক্কা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আজ বৃদ্ধ ভাতা তুলে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হন এক বৃদ্ধা। খয়েরপুর এলাকা থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ সকালে বৃদ্ধ ভাতা তুলতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা। তাঁর নাম ঊষা দাস (৬০)। তিনি খয়েরপুর এলাকার বাসিন্দা। বাড়িতে ফেরার পথে রাস্তা পের হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধা ঊষা দাস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আগামী ২০ ডিসেম্বর রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করল প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। এ দিনেরই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা বলেন, গত ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদ ভবনে সংবিধানের জনক কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। এর প্রতিবাদে এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। এদিন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। বিজেপিকে সংবিধান বিরোধী বলে আক্রমণ করেছেন তিনি। এদিনের মিছিল শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র কুসপত্তলিকা পুড়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস।

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু গৃহবধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রহস্যজনকভাবে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ লেম্বুছড়া এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই গৃহবধূ ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু কি কারণে সে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছে সেই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধান ক্রয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কৃষিমন্ত্রী

এবছর কৃষকদের কাছ থেকে ২৩ টাকা কেজিতে সহায়ক মূল্যে ধান কিনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কৃষকদের কল্যাণে কাজ করছে। কৃষকরা হলো অন্নদাতা। কৃষকদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা করা হচ্ছে। আজ জিরানীয়ার মাধববাড়ি খাদ্য গুদামে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকরা স্বনির্ভর হলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যেমন গড়ে উঠবে তেমনি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। কৃষকদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বছরে দুবার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করছে। বর্তমান সরকার গঠিত হবার পরই কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২০১৮-১৯ সালে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কেজি প্রতি ১৭.৫০ টাকা দরে ধান ক্রয় শুরু করে। প্রতি বছর তা বাড়িয়ে চলতি রবি মরসুমে প্রতি কেজি ধান ২৩ টাকা দরে ক্রয় করা হবে। গত মরসুমে প্রতি কেজি ধান ক্রয় করা হয়েছিল ২১ টাকা ৮৩ পয়সা দরে। এবছর রাজ্যে ২৩ টাকা সহায়ক মূল্যে ২১,৩১৫ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে কৃষি সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দিনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শহর আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আর মাত্র পাঁচ দিনের অপেক্ষা। গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও সাড়ম্বরে পালিত হবে বড়দিন। এই বড়দিনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে চার্চ ও বিভিন্ন বাড়ি ঘর সেজে উঠছে। তাছাড়া, বড়দিনকে সামনে রেখে রকমারি সামগ্রী দিয়ে দোকান সাজিয়ে তুলেছেন বিক্রেতারা। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। বড় দিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে চার্চ ও বাড়ি ঘর। খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি এই উৎসবে সামিল হয় সমস্ত অংশের মানুষ। বড়দিনকে সামনে রেখে খ্রীস্ট মাসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বহু দোকানী। আজ রাজধানীর শকুন্তলা রোডস্থিত দোকানগুলিতে এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে।

সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্মেলন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের পুলিটব্যুরোর সদস্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
৪ পৌষ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অম্বেডকর বিতর্ক

সংসদে সংবিধান প্রথা নিজেও বিতর্কিত হইলেন। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর কেনিয়া সংসদে রীতিমতো ঝড় বইয়া গিয়াছে। যিনি দেশের সংবিধান রচনা করিয়াছেন তিনি বিতর্কের শিকার হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বিআর অম্বেডকরকে নিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্য ঘিরিয়া বিতর্ক অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সেই বিতর্ককে কেন্দ্র করিয়াই সংসদে কংগ্রেস এবং বিজেপি সাংসদেরা ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতিতে জড়াইয়া পড়েন। দিনের শেষে তাহার জল গড়াল থানাপুলিশ পর্যন্ত। বিজেপি এবং কংগ্রেস, দুই দলের তরফেই পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দুই সাংসদকে আঘাত করিবার অভিযোগ তুলিয়াছে বিজেপি। আবার কংগ্রেসের পাল্টা অভিযোগ, তাঁহাদের বর্ষীয়ান সাংসদ মল্লিকার্জুন খড়্গেকে ধাক্কা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি পড়িয়া গিয়ছেন। চক্রান্ত করিয়া বৃহস্পতিবার সংসদ উত্তপ্ত রাখিয়াছে বিজেপি, দাবি করিয়াছেন রাহুল। তাঁহার অভিযোগ, মঙ্গলবার শাহের মন্তব্যের কারণে যে বিতর্ক তৈরি

হইয়াছিল, তাহার দিক থেকে নজর ঘোরাইতেই পরিকল্পনা করিয়া সংসদে অশান্তি করিয়াছে কেন্দ্রের শাসকদল। বিরোধী সাংসদদের দিকে তাকাই

তাহারা হাসাহাসি করছিল বলিয়াও অভিযোগ।অম্বেডকর নিয়ে শাহের মন্তব্যের বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। তাঁহার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস জারি করে তৃণমূল। রাহুল দাবি করেন, শাহকে অবিলম্বে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তাহা না হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। বুধবার দিনভর অম্বেডকর বিতর্কে সংসদ উত্তপ্ত থাকিয়াছে। বৃহস্পতিবার সকালেও শাহের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া সংসদে ঢুকিয়াছিল কংগ্রেস। কিন্তু কক্ষে প্রবেশের আগেই ঝামেলা বাধে। অভিযোগ, পাল্টা প্রতিবাদ করিতে সিঁড়িতে দাঁড়াইছিলেন বিজেপি সাংসদেরা। বিরোধীরা এগোলে দু'পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ, হাতাহাতি শুরু হয়। এই সময়েই ধাক্কাধাক্কিতে পড়িয়া যান বিজেপি সাংসদ প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী এবং মুকেশ রাজপুত। অভিযোগ, রাহুলের ধাক্কায় মুকেশ পড়িয়াছিলেন ষড়ঙ্গীর গায়ের উপর। দু'জনেই মাথায় চোট পান। তাঁহাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা ধাক্কাধাক্কির অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। খাগড়ে জানান, তাঁহাকে বিজেপি সাংসদেরা ধাক্কা মারিয়াছেন। লোকসভার স্পিকারের কাছে এ নিয়ে অভিযোগও জানাইয়াছেন তিনি। কংগ্রেস সাংসদের কাছ থেকে এই ধরনের আচরণ তিনি আশা করেননি বলিয়াও জানান। আহত সাংসদেরাও সেই অভিযোগ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের তরফেও থানায় পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়। কয়েক জন সাংসদের একটি দল পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যান। মহিলা সাংসদেরাও সেই দলে ছিলেন। খড়্গেকে ধাক্কা এবং মহিলা সাংসদদের অপমানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করছেন তাঁহারা।

শীতের আমেজ ফের উধাও, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের শীত উধাও দক্ষিণবঙ্গে, হ্রাসের পরিবর্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবার বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গেও।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা সেভাবে মালুম হয়নি। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার ও শনিবার আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোনও কোনও জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।

কনকনে শীতে কাঁবু দিল্লি, উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। শীতে কাঁবু দিল্লি লাগোয়া অন্যান্য রাজ্যগুলিও। শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু অবস্থা রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানায়। শীতে কাঁপছে মধ্যপ্রদেশও। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু বেড়ে ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, তাপমাত্রা বাড়লেও কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে রাজধানী দিল্লি। একইসঙ্গে ছিল বায়ুদূষণ, এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড হয়েছে ৪৪৮।

শীতে জবুথবু অবস্থা উত্তর প্রদেশেও, আলীগড়ে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতে কেঁপেছে অযোধ্যাও। কানপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বারাণসীতে ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বত্রই ছিল হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। প্রয়াগরাজে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর প্রদেশে গাজিয়াবাদ এদিন সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল।

বিরাট সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, কুলগামে এনকাউন্টারে নিহত ৫ জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সন্ত্রাস-দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার সকালে সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৫ সন্ত্রাসবাদী। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন দু''জন জওয়ান আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর বুধবার রাত থেকেই দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার বেহিবাগ এলাকার কাদ্দারে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক থেকে গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে গুলির লড়াই শুরু হলে ৫ সন্ত্রাসী নিকেশ হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এছাড়াও দু''জন জওয়ান আহত হয়েছেন।

মেরামত করা হলো দান্তেওয়াড়ায় জরুরি অবতরণ করা বিএসএফের হেলিকপ্টারের

দান্তেওয়াড়া, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিনকয়েক আগে দান্তেওয়াড়ার বাচেলির হকি ময়দানে জরুরি অবতরণ করা হয়েছিল বিএসএফ হেলিকপ্টারের। সেটি মেরামত হল বৃহস্পতিবার।

জানা গেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কর্মসূচি চলাকালীন বায়লাডিলার পাহাড়ের ওপরে বিএসএফ—এর একটি হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছিল। পাইলট নিজের বুদ্ধিমত্তায় হেলিকপ্টারটি দক্ষ হাতে হকি ময়দানে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করেন। বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়াররা ওই হেলিকপ্টারটি মেরামত করেন বলে জানা গেছে।

স্বাধীনতা, পথের দাবি ও শরৎচন্দ্র

নরেন্দ্রনাথ কুলে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফিড ছিলেন না। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলন, মানে স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি একজন সক্রিয় কর্মীও ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ছেড়ে রাজনীতিতে কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "দেশ হল সবচেয়ে বড়। দেশের আন্দোলনে না এলে যত ক্ষতি হত, সাহিত্যসাধনার ক্ষতি তত বড় নয়।" দেশের প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকলে তবে একথা বলা যায়। শরৎচন্দ্রের কাছে দেশসেবাই হল ধর্ম। তাই তিনি বলতে পারেন, দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। একথা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আপসহীন ধারার আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, অথচ আপসকামী ধারাকে ঘৃণা করেননি। বিপ্লবের প্রতি তার এই সমর্থনের ছবি এঁকেছেন "পথের দাবি" উপন্যাসে। সম্ভবত এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে এশিয়ার জাতিসমূহ সংক্রান্ত গবেষণা কর্মী লিদিয়া স্ক্রিজেভস্কাইয়া শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস "পথের দাবি"। এই উপন্যাসটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের আনুগত্য এবং সেইসঙ্গে অসহযোগ সত্যাগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে তার মোহমুক্তির ফসল। এই উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার সব্যসাচীর মতে, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসবে, যে বিপ্লবকে অনিবার্যভাবেই দমনপীড়নের মুখোমুখি হতে হবে। যাই হোক উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিপ্লবকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অথবা এর পরে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে সে বিষয়ে গ্রন্থকার অথবা নায়ক কারোরই কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তদুপরি, বিপ্লবের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে দুভাবে বিভক্ত করে সব্যসাচি শুধু প্রথমটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বিপ্লবের প্রাথমিক লক্ষ্য যে স্বাধীনতা তা পথের দাবিতে সব্যসাচী বলছেন, "... ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, আমার কোথাও কিছু নাই।" একদল স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজসেবার উপর গুরুত্ব দিত যেন স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে তাদের কাছে এটাই আসল কাজ। এইসব দেখে সব্যসাচী ভারতীকে বলেছেন, "দেশের মধ্যে এমন ঢের ভালো কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পুণ্য সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জবর ও পেটের অসুখে উধ জোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্তনা দেওয়া... তারাও তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, সেহ নেই... পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস।"

সত্যি কি দয়া-মায়া-নেহ নেই সব্যসাচীর। তা না। এগুলো শুধু ইংরেজ শাসকের জন্য। নির্মম, দায়ামায়াহীন। এমনকী গান্ধিবাদীরাও তাই প্রচার করত। অথচ অপূর্ব বিপ্লবী দলের গোপন কথা পুলিশকে ফাঁস করে দেওয়ায় দলের সকলেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সব্যসাচী তা হতে দিলেন না, অথচ যার ফলে তারই জীবন বিপন্ন হচ্ছিল। সেই যুগে শরৎচন্দ্রের মার্কসবাদী নন অথচ তার কথায়, "তার (গান্ধিজির) আসল ভয় তত বিপ্লবকে। তাকে ধনিক, ব্যবসায়ীগণ ঘিরে রয়েছে। সমাজতান্ত্রিকদের কীভাবে গ্রহণ করবেন।" তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের রাজনীতিতে ধনীদের নিয়ন্ত্রণ তাদের স্বার্থেই তা তিনি দেখাতে পেরেছেন বলেই "তরুণের বিদ্রোহ" ভাষণে বলেছেন, "এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসায়ীদের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান।

বণিক বৃত্তিই এখন রাজনীতি শোষণের জন্যেই শাসন।" সেদিন এভাবে শরৎচন্দ্রে মতো দেশবাসীদের কেউ সতর্ক করে দিতে পারেননি।

চরকা কাটা নিয়ে একদিন গান্ধিজির কথার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি অহিংস আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কাদের খুশি করে, সে ব্যাপারে "পথের দাবি"তে সব্যসাচীর একটি কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, "... সুন্দরবনের মধ্যে নিরন্তর দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী কথা..." তিনি শুধু সংস্কারবাদী আন্দোলনকে দিয়েছেন তাদের পথ। "পথের দাবি"তে দেখিয়েছেন যা তিনি ছাত্রযুব সমাবেশে বারবার বলতেন, "বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাত নয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, শ্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লিবপন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।" সুতরাং তখন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সকল মতবাদীরা অবহেলা করেছেন। "পথের দাবিতে বলছেন শশী কবিকে, "তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন... ধর্ম, সমাজ সংস্কার... সমস্ত ভেঙুরে ধ্বংস হয়ে যাক।" যে বিপ্লবে আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা যা ভিক্ষার পথ, আবেদন নিবেদনের পথে আসে না, তার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবের পথে যুবকদের রক্ত। যা তিনি "তরুণের বিদ্রোহ" বক্তৃতায় বলেছেন, "স্বাধীনতা শুধু একটি নামমাত্রই নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই তো একে ভিক্ষার মটো পাওয়া যায় না। এর জন্য মূল্য দিতে হয়। কোথাও মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত সেই যৌবনের রক্ত তখনই মূল্য দেবে যখন সে হয়ে উঠবে যথার্থ মানুষ। এই যথার্থ মানুষ হওয়ার বলতে কি বোঝায় তা পথের দাবিতে বলেছেন, মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে। সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে যাঁরা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলেছেন, তাঁদের চরিত্র আরো একবার চিনিয়ে দিলেন সব্যসাচীর কথার মধ্যে দিয়ে—শান্তি শান্তি শান্তি। শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসতা এতদিন ধরে কারা প্রচার করছে জানো। যার পরের শান্তি হরণ করে, পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রকের ঋষি। বঞ্চিত পীড়িত উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রন্ত এই মন্ত্র জপ করে তাদের এমন করে তুলেছে যা তারাই আজ অশান্তির নামে চমকে ওঠে। ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গোরুকে অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেছে? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সে জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। এমনকী বিপ্লবী উদ্দেশ্যবর্জিত নিছক অর্থনৈতিক দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘটকে দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাঁধানো যায় না, একটা কিছু অবলম্বন তার চাইই চাই। সেই তো আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কমবেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায় সে তাদেরও ক্ষতি করে, দেশেরও করে।"

যখন বিপ্লবীরা বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলছে আত্মবলিদানে, তখন তাদের পাশে দেশের জনগণ ছিল না, অনেকে আশ্রয় দিতে চাইত না। সেই দুঃখে সব্যসাচী সেদিনের দেশবাসী সম্পর্কে বলেছেন, "তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না। বরং আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়। ... বিদেশির হুকুমে সে ফাসি তার দেশের লোকই তার গলায় বেঁধেছে" এই হচ্ছে স্বদেশি আন্দোলন যুগের প্রথম অধ্যায়ের বিপ্লবীদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকেও এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা ছিল আরও কষ্টকর। দেশকে ভালবাসার পুরস্কার হিসেবে বিপ্লবীরা তখন কী পেয়েছে তা পথের দাবিতে আরও এক জায়গায় বলেছেন, তো হল কৃতঘ্ন। যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মতো বিধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মতো তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার।

আদর্শের প্রশে কখনো তিনি কারো সঙ্গে করেননি। একবার দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন, তিনি সশস্ত্র হননি। আর একবার দেশবন্ধুর বাড়িতে গান্ধিজি বিপ্লবীদের বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছেন, "মতপার্থক্যের কারণে আপনি যদি তাদের বলতে পারেন, তাহলে একই কারণে আমিও আপনাকে তা বলতে পারি।" তাই "পথের দাবি"তে সব্যসাচী এক জায়গায় অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেন এই বলে যে আন্দোলন সহিংস হয়ে পড়ছে। তখন শরৎচন্দ্র অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "এ টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো।... এতবড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত

হবে না? হবেই তো। রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে... সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল।"

ভারতবর্ষের এই রক্তকমলে ইংরেজের ভয়। তাই "পথের দাবি প্রকাশ হওয়ার পরে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এর প্রতিবাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন, "বইটি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে প্রসন্ন করে তোলে। ...শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা।" তার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাখ্যানের উত্তরে তিনি লিখেছেন, "... বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্বেও যদি রাজরোষের শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে... তা মুখ বুজেই করি বা প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই পথের দাবি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী ধারাকে প্রচার করলেও, অপর ধারাকে কেবল যুক্তিহীন ভাবাবেগ দ্বারা ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সব ধারাতেই তখন নেতারা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিলেন না। যদিও আগেই ধীয় প্রভাবমুক্ত মানবতার ঝান্ডা তুলে ধরেছিলেন প্রথম বিদ্যাসাগর। কিন্তু তারপর যখন আধ্যাত্মিক ্পথে হাটলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ঠিক এই পরিবেশে শরকচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মবাদ ও ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ালেন। সে যুগে বিপ্লবীরা গীতা হাতে শপথ নিতেন। ফলে, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রচণ্ড ছিল। কিন্তু পথের দাবিতে সব্যসাচীকে দিয়ে বলালেন, সমস্ত ধর্ম মিথ্যা... আদিম যুগের সনু, সি মানবতার গতর সর আর ধর্মীয় চিন্তা থেকে মুক্ত না থাকার ফলে বিতর্ক ছিল সেদিন। শরকচন্দ্রই প্রথম পথের দাবিতে বিপ্লবী নারীচরিত্র সৃষ্টি করে দেখালেন সুমিত্রাকে। আর সেই চিন্তায় প্রভাবিত হলেন মাস্টারদা। খাঁর প্রভাবে শ্রীতিলতার নাম সকল মানুষের হৃদয়ে। বিপ্লবী কল্পনা দত্ত আর শ্রীতিলত সব্যসাচীর চেয়ে বড়, না সব্যসাচীর মতো। শরৎচন্দ্র এক সভায় বলেছেন, সব্যসাচী চরিত্র তিনি কাউকে দেখে সৃষ্টি করেননি। অনেক চরিত্রের গুণাবলী থেকে নিয়েই তার চরিত্র। তাই ছাত্র-যুবকদের বলেছেন, "আমার হও" ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের তথা বাংলার শরৎচন্দ্র। তার "পথের দাবি" বিপ্লবীদের কাছে ছিল আর এক গীতা। (সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সাহিত্যসম্রাটের পরামর্শেই বাংলায় লেখালিখি শুরু

বিশেষ প্রতিবেদন।। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একখানি ফোটোগ্রাফ চেয়েছিলেন স্নেহভাজন রমেশচন্দ্রের। চৈত্রের যে দহনদিনে বঙ্কিম এই ফুল্ল- কুসুমিত পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন, তার আগের দিন। শেষ শয্যায় শায়িত দাপুটে মানুষটি প্রায় অচেতন। তাঁকে দেখতে গেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিম শুধু তাঁর পিতৃবন্ধু নন, বাংলা ভাষায় লেখালিখির বিষয়ে রমেশকে তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অন্তিম ক্ষণের সেই নিদারুণ মুহূর্তে এক জন যোগ্য উত্তরসূরির কণ্ঠ কানে গেলে মৃত্যুযন্ত্রণাও যেন খানিক অন্তরালে চলে যায়! চোখ মেলে তাকালেন বঙ্কিম: "আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে আমার সহিত কথা কহিলেন, আমার একখানি ফটোগ্রাফচাহিলেন। সে সময়ে কেন আমার ফটোগ্রাফচাহিলেন, জানি না।" লিখেছেন রমেশচন্দ্র, প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু দিন পর।

তিন কন্যার পিতা বঙ্কিম পুত্রস্নেহে নিজের ভাইপোকে পরম যত্ন করতেন। তেমনই স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল রমেশচন্দ্রের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশের পিতা ঈশানচন্দ্র এক সঙ্গে খুলনা জেলায় কাজ করতেন। দু'জনেই ডেপুটি কালেক্টর। ঈশানচন্দ্রের তখন অবসর গ্রহণের সময় আসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন সবে শুরু। কলকাতায় রামবাগানের দত্তবাড়িতে এক বার নিমন্ত্রিত হয়ে বঙ্কিম এসেছিলেন। দশ-বারো বছরের বালক রমেশকে সেই প্রথম দেখা, আদরও। পরবর্তী সময়ে এই স্নেহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৬১ সালে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরের দিন, কুষ্টিয়ার কাছে একটি খালে নৌকাডুবিতে অকালপ্রয়াত হন ঈশানচন্দ্র: "বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায়। তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সেকথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে," লিখেছেন রমেশচন্দ্র।

মা আগেই মারা গেছেন। এ বার চলে গেলেন বাবা। অনাথ রমেশ ও তাঁর আরও পাঁচ ভাইবোনের দায়িত্ব নিলেন কাকা শশীচন্দ্র। ইনি ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন সে কালে। "দ্য রিপাবলিক অব ওড়িশা" তাঁর লেখা একটি সাহসী কল্প-গল্প, যেখানে লেখক দেখিয়েছিলেন ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক যুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয়! তিনি ইংরেজিতে এঁকেছেন বাঙালি কেরানি সমাজের চালচিত্র, প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্রিটিশের আফিম- নীতি ও তার ফলাফল নিয়ে। আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ কাকাকে রমেশ উতর্গ করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ "দ্য লিটারেচার অব বেঙ্গল"। কাকার ঐকান্তিক ইচ্ছেকে সম্মান দিয়ে রমেশ বিলেতে আইসিএস পড়তে যান। তাঁর তখনকার সঙ্গী দুই সহপাঠীও পরবর্তী সময়ে ভারতখ্যাত হন বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোরবেলায়, সূর্যের তেজ তখন কোমল, এক নবীন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুরের পথ ধরে অক্লান্ত ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন দুর্ভিক্ষতাড়িত প্রজাদের। কিছু দূরে যুদ্ধখ্যাত পলাশি। ১৮৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঘোড়সওয়ার রমেশচন্দ্রের এই ছুটে চলা ছিল প্রতিদিনের দৃশ্য। নদীর জলপ্লাবনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর হা-অন্ন মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার তাগিদে তিনি কার্যত ক্লান্তি ভুলে গিয়েছিলেন। জুটত না ঠিকমতো বিশ্রামও। নানা অঞ্চলে অন্নসত্র খোলা হয়েছিল, সেগুলির তদারকি করতেন। গ্রীষ্মকালের রোদের তেজ প্রখর, তাই বেরিয়ে পড়তেন ভোরবেলায়। একে একে সর্বত্র নিজে উপস্থিত থেকে ত্রাণ ও সেবাকর্মের তত্ত্বাবধান করতেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, সুবিধে-অসুবিধের কথা শুনতেন। কর্মক্ষম পুরুষদের ত্রাণকার্যের পাশাপাশি রাস্তা তৈরির কাজে যুক্ত করলেন। অনেক অন্তঃপুরিকা প্রকাশ্যে লঙ্গরখানায় আসতেন না বলে তাদের জন্য চাল ও অর্থসাহায্য বাড়ির দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর হস্তক্ষেপে। বনগ্রাম মহকুমার দায়িত্ব নিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, ভাঙা স্কুলবাড়ির সংস্কার, শিক্ষক ও ছাত্রদের উতাহভাতা দিয়ে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক উদ্যোগ করেছিলেন। নিজের মাইনে থেকে টাকা খরচ করে অনেক ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেননি। বরিশালের গৈলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল সে কালের নান্দনিক-প্রথামতো দীর্ঘ কবিতা লিখে: "এ ক্ষুদ্র পঠনালয়ে, তব আগমনে/ যে আনন্দ, কি বলিবে, অবোধ বালিকা।/ ফোটে না আননে বাণী, বলিবে কেমনে;/ প্রকৃতি আবরে যেন ঘন কুহেলিকা।/ . শুনি শিক্ষকের মুখে তুমি কবি-বর,/ সে বঙ্গবিজেতা আদি কাব্য-চতুষ্টয়,/ কল্পনার সুতুলিতে অঁকি মনোহর;/ রাখিলে জগতে যশ অতুল, অক্ষয়।"

১৮৮৪ সালে বরিশালে মিউনিসিপ্যালিটি ভোট হয়। রমেশচন্দ্র প্রতিটি ওয়ার্ডে নিজে যেতেন, নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে কি না, তার তদারকি করতেন। সে বারের নির্বাচনে কোথাও কোনও রকম কারচুপি হতে দেননি সত সাহসী, প্রয়োজনে নির্মমচিত্ত এই ম্যাজিস্ট্রেট। সাহিত্যচর্চায় দত্ত পরিবারের প্রায় সকলেই ব্যবহার করেছেন ইংরেজি ভাষা। শশীচন্দ্র ছাড়া আর এক কাকা কৈলাশচন্দ্র দত্ত, খুড়তুতো বোন অকালপ্রয়াত তরু দত্ত ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। রমেশচন্দ্রও কবিতা লিখতেন ইংরেজিতে: "বর্ষাকালে গভীর নিশীথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে,. রমেশবাবুর চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি সেই সময় একাকী কল্পনার আবেশে গৃহ প্রকোষ্ঠে শনৈঃ শনৈঃ পদচালন পূর্বক ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিতেছেন" এই দৃশ্যের সাক্ষী তাঁর জীবনীকার আশুতোষ ঘোষ।

"বঙ্গদর্শন" পত্রিকার কাজে বঙ্কিমচন্দ্র তখন ভবানীপুরের একটি ছাপাখানায় প্রায়ই যেতেন। আলিপুরে পোস্টিং বলে রমেশচন্দ্র ছাপাখানাটির কাছে একটি বাসায় থাকতেন। ১৮৭২ সাল। বৈশাখে ভূমিষ্ঠ হল "বঙ্গদর্শন", ওই বছরেই রমেশচন্দ্রের প্রথম বই "থ্রি ইয়ার্স ইন ইউরোপ" প্রকাশিত হয়েছে। আড্ডা জমে উঠত সেই ছাপাখানার অফিসঘরে। এক দিন বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠেছে, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত রমেশ। প্রশংসা শুনে বঙ্কিম তাঁকে বললেন: "বাংলা পুস্তকে তোমার যদি এতই ভক্তি আর ভালবাসা, তবে তুমি বাংলায় লেখো না কেন?" এই কথায় ঈষতহতচকিত হয়ে পড়লেন রমেশ: "আমি যে বাংলা লেখা কিছুই জানি না। ইংরেজি স্কুলে পণ্ডিত মশাইকে ফাঁকি দেওয়াই নিয়ম, ফলে বাংলা ভাল করে শিখিনি, রচনা পদ্ধতিও জানি না।" কথাটা শুনে গম্ভীর স্বরে সাহিত্যসম্রাট বললেন: "রচনা পদ্ধতি আবার কী, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যা লিখবে তাই রচনা পদ্ধতি হয়ে উঠবে। তোমরাই ভাষাকে তৈরি করে নেবে!" এই আশ্চর্য কথোপকথনের বিবরণ দিয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: এই মহতকথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল, তাহার তিন বতর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশ করিলাম।" বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্তের মহতদু'টি অবদানের শিরোনাম "মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত" এবং "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা"। সুকুমার সেন অবশ্য এই দু'টি উপন্যাসের তুলনায় কথাসাহিত্যিকের "সমাজ" এবং "সংসার" নভেল দু'টিকে অধিক উপাদেয় বলে মনে করতেন। এ ছাড়া তাঁর মূল্যায়ন সংশয়াতীত কারণে সত্য: "রমেশচন্দ্রের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য কতক পরিমাণে নমনীয়তা ও সৌন্দর্য লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আওতায় পড়িয়াছিলেন বলিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সময়ে, এমনকি এখনকার কালেও উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।"

প্রশাসনিক পেশার সূত্রে দেখেছেন দুর্ভিক্ষ, নিরন্ন মানুষের অসহায়তা; সেই সঙ্গে গভীর বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে বুঝেছিলেন ভারতের অর্থনীতির দুরবস্থা। চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়ার পর এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে ভারত ও ইংল্যান্ডে জনমত গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসেন। "ফেমিন ইন ইন্ডিয়া" এবং "ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া"-র মতো অত্যন্ত পরিশ্রমী গ্রন্থ রচনা করে সে কালের রাজনৈতিক পরিসরে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন বিলেতে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্নেহ- আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর এই বিলেত-যাত্রা। সেই সূত্রে তিনি রমেশচন্দ্র দত্তেরও কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। লন্ডনে বসে "ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া" লেখার কাজ সবে শুরু করেছেন সেই পর্বের বিবরণ দিয়ে "রমেশচন্দ্র-স্মৃতি" তর্পণে প্রভাতকুমার লিখেছেন: "একদিন বৈকালে তাঁহার নিকট গিয়া দেখি বিস্তর ব্লু-বুক লইয়া ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত। আমাকে বলিলেন,"এই আড়াইশো ভলুম ব্লু-বুক কিনেছি। পেন্সন থেকে টাকাগুলি দিতে হয়েছে। এতে স্থানে স্থানে যে সব জিনিষ আছে, চমতার। আমাদের দেশের যে সমস্ত ইতিহাস আছে, তা শুধু রাজা আর যুদ্ধের ইতিহাস। দেশের অবস্থা কি ছিল, কি হল, তার কোনও ইতিহাস নেই। সেই রকম ইতিহাস একখানা লিখব বলে বইগুলো কিনেছি। এ বড় আমি মরবার সময় এ বইগুলো এমন কোনও একটা সাধারণ পাঠাগারে দিয়ে যাব, যাঁরা এর মর্য্যাদা বুঝে যত্নে রাখবে আর দেশের লোকও অবাধে পড়তে পারবে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র অব্রাহ্মণ হয়েও "ঋগ্বেদ" অনুবাদ করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে বরোদার দেওয়ান পদে বৃত ছিলেন, ১৯০৯-এ সেখানে দেহাবসান ঘটে। ১৮৪৮-এর ১৩ আগস্ট জন্ম। এ বছর পূর্ণ হচ্ছে তাঁর জন্মের ১৭৫ বছর। তাঁকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি, তাই কোথাও আর সাহানা- ঝাঁপতালে শোনা যায় না এই গীতি: "এস এস হে রমেশ সবে করি আবাহন/ ভালোবাসা উপহার করহে কর গ্রহণ।/ .গভীর বিস্তৃত তব স্বদেশানুরাগ/ বিপুল সহানুভূতি সব মহতলক্ষণ।/ নিজ গুণে পাইয়াছ সব হৃদয়ে আসন।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফের উদ্যোগে শহীদের শ্রদ্ধাঞ্জলির পালন করা হয়।

সিদ্ধা ঔষধ ও ভার্মাম থেরাপি হল ড্রাগ-মুক্ত, অস্ত্রোপচারহীন ভারতীয় চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতিঃ প্রতাপরাও যাদব

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ (পিআইবি): ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব সিদ্ধা (এনআইএস) একই সঙ্গে পর পর ৫৬৭ জনকে চিকিৎসা করে 'গণ ভারমাম থেরাপি'-র জন্য গিনেস ওয়ার্ল বুক-এ নতুন রেকর্ড গড়ল। চিন্নাইয়ের তামবারাম-এ অবস্থিত এনআইএস ক্যাম্পাসে এই চিকিৎসা পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতি বার। দিন দিন ক্রমেই যে সিদ্ধা ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি জনপরিচিতি লাভ করছে এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে। এর পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ড্রাগ-মুক্ত সিদ্ধা ঔষধ এবং অস্ত্রোপচারের মতো ঝামেলা মুক্ত সিদ্ধা চিকিৎসা পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত) শ্রী প্রতাপরাও যাদব এক লিখিত বার্তায় এনআইএস-এর এই প্রয়াসের ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, সিদ্ধা ঔষধ ও ভার্মাম থেরাপি হল ড্রাগ-মুক্ত, কটাছেঁড়া হীন ভারতীয় চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি।

এ দিনের এই চিকিৎসা পর্বটি চলাকালে দেখা যায়, ৫৬৭ জন প্রশিক্ষিত ভার্মানিস (অর্থাৎ যারা ভার্মাম উপশমকারী সেবক) একই সঙ্গে এক যাত্রায় ৫৬৭ জন ব্যাক্তিকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে ভার্মাম পদ্ধতির সমৃদ্ধ, কার্যকর ও চিরাচরিত চিকিৎসার প্রথা যে ক্রমেই পুনরায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সেই সত্যকে প্রমাণিত করছে। গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ড শুধু মাত্র সিদ্ধা ঔষধের উপশম ক্ষমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেনি, উপরন্তু এই চিরাচরিত উপশমকারী চিকিৎসা পদ্ধতিটির প্রতি ক্রমবর্দমান আগ্রহকেও তুলে ধরেছে।কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনের জন্য এনআইএস-এর উপশমকারী প্রশিক্ষিত দলটিকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "এই ধরণের একটি ঘটনা শুধুমাত্র একটি পুরস্কার লাভের মতো ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় নয়, বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ বিষয়ে যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং পাশাপাশি এই ধরণের একটি চমৎকার চিকিৎসা পদ্ধতির পেছনে যে বিজ্ঞান ও অমূল্য সম্পদ নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করতে সহায়তা করছে।" তিনি আরোও বলেন, "সিদ্ধা চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ বৈশ্বিক পর্যায়ে ও ভারতের মধ্যে উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট আগ্রহ অর্জন করছে। আমরা এই অনুপ্রেরণা ও গতিময়তাকে দলে রাখতে বদ্ধ পরিকর ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব সিদ্ধা বেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে।"

ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব সিদ্ধা-র অধিকর্তা প্রফেসর ডঃ আর মীনাকুমারী বলেন, "সিদ্ধা ভার্মাম একটি অতি অপূর্ব, আনাক্রমন্যক, রক্তপাতহীন, কাটাছেঁড়ার মতো ঝামেলা বিহীন এবং ফার্মাকোলজি জাতীয় ড্রাগ-মুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি। এটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে স্নায়ু, হাড়, পেশী জনিত অসুখ, শিশুদের ক্ষেত্রে অটিজম ও মস্তিষ্ক জনিত রোগ ইত্যাদি উপশমে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্জিত এই গিনেস রেকর্ডটি বিশ্বে এবং ভারতের মধ্যে সিদ্ধা ঔষধ ও ভার্মাম থেরাপি সম্পর্কে প্রভূত পরিমানে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

বিজেপি শুধুমাত্র গণতন্ত্র ও অহিংসায় বিশ্বাস করে : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): সংসদের বাইরে বিশৃঙ্খলা ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। রিজিজু জোর দিয়ে বলেছেন, বিজেপি শুধুমাত্র গণতন্ত্র ও অহিংসায় বিশ্বাস করে। সাংসদের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর শারীরিক নিগ্রহ নিন্দনীয়।

কিরেন রিজিজু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'মকর দ্বার হল লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয়কক্ষের সাংসদদের প্রধান প্রবেশদ্বার। কংগ্রেস এবং তাঁদের অন্যান্য সাংসদরা সেই নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এবং স্লোগান দিচ্ছিলেন। এনডিএ সাংসদরা যখন মকর দ্বারে, প্রধান প্রবেশদ্বারে প্রতিবাদ করছিলেন, তখন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাংসদরা এসে নিগ্রহ করেন, বিজেপির দুই সাংসদকে ধাক্কা দেন। বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিং সারঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত গুরুতর আহত হয়েছেন। আমি রাহুল গান্ধীকে বলতে চাই, আপনি যদি এই ধরনের শারীরিক হিংসা অবলম্বন করেন, অন্য সাংসদরাও যদি শারীরিক আক্রমণ শুরু করেন, তাহলে কী হবে?'

কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। রাহুল গান্ধীকে নিজের শারীরিক ক্ষমতা অন্য সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অনুমতি কে দিয়েছেন। এর মানে এই নয় যে অন্য সাংসদরা দুর্বল। এখন সাংসদদের চিকিৎসা চলছে।'

তারকা ফুটবলার কিলিয়ন এমবাপে শুক্রবার ছাব্বিশে পা দিচ্ছেন

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার ছাব্বিশে পা দিচ্ছেন বিশ্ব ফুটবলের তারকা কিলিয়ান এমবাপে। প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

২৬ বছরেই সাফল্যে প্রায় পূর্ণ তার ঝুলি। ১৯ বছরে প্রথম দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপ জয়। এরপর কাতার বিশ্বকাপে আট গোলের রেকর্ড গড়ে সর্বাধিক গোল স্কোরার হিসেবে জিতেছেন গোল্ডেন বুট। কাতার বিশ্বকাপে তাঁর পায়ের জাদুতে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব। দলকে বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে তাঁর অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। ফাইনালে তাঁর হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল ফ্রান্সকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের পথে। এই অল্প বয়সেই তাঁর একের পর এক সাফল্যে তিনি মন জিতে নিয়েছেন সকলের।

এক বছর আগে অনেক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি পিএসজি থেকে রিয়ালে এসেছেন। ফরাসি এই তারকা ফুটবলার তাঁর পায়ের জাদুতে এই মুহূর্তে ফুটবল বিশ্বকে মোহিত করতে না পারলেও বিশ্বকাপে তাঁর পায়ের জাদু ফুটবল বিশ্ব মনে রেখেছে।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, আগরতলা: ত্রিপুরা

Online-এ ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতরমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের 7M ও 7H Form Fillup সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধানদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সকল ছাত্রছাত্রী বসতে ইচ্ছুক তাদের Registration বা Enrolment-এর Subject বা অন্য কোনো তথ্য সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকলে, সংশোধনের জন্য ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪, তারিখের মধ্যে অতি অবশ্যই পর্ষদে যোগাযোগ করতে হবে। Regular ও External পরীক্ষার্থীদের Online-এ 7M G 7H Form Fillup আগামী ১০ জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৫ বিকাল ৫টার মধ্যে করতে হবে। Online-এ Form Fillup করার সময় পরীক্ষার fee শুধুমাত্র online payment mode (Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI)-এ দেওয়া যাবে। Bank Challan কাটার কোনও প্রয়োজন নেই।

(ডঃ দুলাল দে)
ICA-D/1522/24 সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বিষয়ক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নতুন দিল্লি ১৯ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে এক উচ্চ পর্য্যায়ের নিরাপত্তা পর্য্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিরেক্টর (আইবি), র" এর প্রধান, সেনাপ্রধান, জিওসি-ইন-সি (নর্দার্ন কমান্ড) ডিজিএমও, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য সচিব ও ডিজিপি, কেন্দ্রী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান গণ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'জিরো টলারেন্স" নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যত দ্রুত সম্ভব "সন্ত্রাস মুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর "-এর লক্ষ্য পূরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং এর জন্য সমস্ত সহায়-সংস্থান প্রদান করা হবে।

তিনি বলেন, মোদী সরকার সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অমিত শাহ বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে দেশের গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সন্ত্রাসবাদী ঘটনা, অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিতে যুবকদের অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার জন্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, মোদী সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শ্রী শাহ আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখা ও সাথে শূন্য সন্ত্রাস পরিকল্পনা মিশন মোডে বাস্তবায়নের উপর জোর দেন।

মুম্বইয়ে লঞ্চ দুর্ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর, দু"জন সঙ্কটজনক

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ে আরব সাগরের ওপরে লঞ্চ দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর পরে চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। প্রাণে বেঁচে ফেরা যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, লঞ্চে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। দুর্ঘটনার পর নাকি জলে জ্যাকেট ফেলা হয়। পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট থাকলে ১৩ জনের মৃত্যু এড়ানো যেত বলে ওই যাত্রীদের দাবি। চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। মুম্বইয়ের বাসিন্দা এক যাত্রী থানায় লঞ্চের চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক রাম কদম বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত করা হবে। কোনও কারিগরি ত্রুটি ছিল কিনা তা তদন্তের পরে জানা যাবে। এখন শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোই অগ্রাধিকার। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না হয়, তা নিশ্চিত করতে মনোযোগ দেবে সরকার।'

বুধবার বিকেলে মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া সংলগ্ন ফেরিঘাট থেকে এলিফ্যান্টা গুহা যাওয়ার সময়ে 'নীলকমল' নামের একটি লঞ্চে ধাক্কা মারে নৌসেনার একটি স্পিডবোট। ধাক্কার অভিঘাতে উল্টে যায় লঞ্চটি। দুর্ঘটনার পর ১০১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। গুরুতর জখম হন দু'জন। মৃত্যু হয় মোট ১৩ জনের।

বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছে, 'মোট ১০৫ জনকে ৫টি বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৯০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনী-সহ বিভিন্ন সংস্থা এখনও অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।'

শহিদ রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লাহ খান এবং রোশন সিংকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): "আমি শহিদ পন্ডিত রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লাহ খান এবং রোশন সিংকে তাঁদের শহিদ দিবসে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই"। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় লিখলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিতবাবু লিখেছেন, "বীরত্ব, নির্ভীকতা ও মাতৃভূমির প্রতি উৎসর্গের প্রতীক এই বীররা তাঁদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে দেশপ্রেমের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গই হয়ে ওঠে মহান বিপ্লবের সূচনা। এই নায়করা "কাকোরি ট্রেন অভিযান"-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। যাঁরা যুব ও দেশপ্রেমিকদের সংগঠিত করেছিলেন, ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, দেশ চিরকাল এই বীরদের আত্মত্যাগকে লালন করবে।"

উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের বিপ্লবীরা লখনউয়ের নিকটবর্তী কাকোরি গ্রামে একটি ট্রেন ডাকাতি করে। এদিন সেই ঘটনার স্মৃতি ১০০ বছরে পা দিল।

বাংলাদেশে জিহাদি কর্মকাণ্ড নিয়ে ফের সরব তসলিমা

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশে জিহাদি কর্মকাণ্ড নিয়ে ফের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় তিনি ভিডিও-সহ লিখেছেন, "যশোরের রামনগরে একটি মাদ্রাসার তিন শিক্ষার্থী তাদের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে একটি নাটক পরিবেশন করছে। নাটকে, তারা ইসলামিক সন্ত্রাসীদের পোশাক পরে, জিহাদের সমর্থনে উচ্চস্বরে কুরআনের 'আয়াত তেলাওয়াত' করছে। তারা জিহাদের পক্ষে কথা বলার জন্য খেলনা বন্দুক ব্যবহার করে, এবং কে জানে, তারা পরে 'জিহাদ' করার জন্য প্রকৃত বন্দুক নিয়ে কাজ করতে পারে।'

বাবাসাহেবের অসম্মান সহ্য করবে না ভারত : জয়া বচ্চন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বাবাসাহেবের অসম্মান সহ্য করবে না ভারত। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তীব্র সমালোচনা করে এই মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয়া বচ্চন বলেছেন, বাবাসাহেবের অসম্মান সহ্য করবে না ভারত।

জয়া বচ্চন আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশের যে সমস্ত নেতারা আমাদের স্বাধীনতা এবং সংবিধান দিয়েছেন, তাঁদের পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ভীম রাও আম্বেদকর পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর রক্ষক। তিনি ছিলেন সমগ্র দেশের, সংবিধানের রক্ষক।'

বৃহস্পতিবার থেকে আবু ধাবিতে শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল টেনিস লিগ

আবু ধাবি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার থেকে আবু ধাবির ইতিহাদ এরিনাতে শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল টেনিস লিগ। ওয়ার্ল টেনিস লিগের সিজন ৩-এ চারটি দল থাকবে - হনর এফ এক্স ইগেলস, টি এস এল হক্স, গেমস চেঞ্জার ফেলকন, এবং কাইটস - প্রতিটিতে চারজন খেলোয়াড় থাকবে। আগের সংস্করণে, ড্যানিল মেদভেদেভ, আন্দ্রে রুবলেভ, মিরা আন্দ্রেভা এবং সোফিয়া কেনিনের নেতৃত্বে টিম ঈগলরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

এবছর নতুন মুখের অংশগ্রহণে লিগকে আগের চেয়ে আরো রোমাঞ্চকর করে তুলতে দলে রদবদল করা হয়েছে। সমস্ত দল একক রাউন্ড রবিন বিন্যাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

প্রতিটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। প্রতিটি ম্যাচের চারটি সেট থাকবে। পুরুষ একক, মহিলা একক এবং দুটি দ্বৈত সেট, যার মধ্যে থাকতে পারে কয়েন টসে জয়ী দল দ্বারা নির্ধারিত পুরুষদের দ্বৈত, মহিলাদের দ্বৈত দল।

শীর্ষস্থানে থাকা দুই দল ফাইনাল খেলবে ২২ ডিসেম্বর।

১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর চলবে এই প্রতিযোগিতা।

কারাবো কাপ: প্যালেসের বিপক্ষে জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে আর্সেনাল

লন্ডন, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে আর্সেনাল জয় পেল ৩-২ গোলে।

ফিলিপে মাতেতার গোলে ৪ মিনিটে প্যালেস এগিয়ে যায়। এরপর ম্যাচের মধ্যে শুধুই আর্সেনাল এবং তা জেসুসের সৌজন্যে। ৫৪ মিনিটে প্রথম গোল করার পর ৭৩ ও ৮১ মিনিটে দুটি গোল করে হ্যাট্রিক পূরণ করেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। প্যালেসের এডি এনকেটিয়াহ ৮৫ মিনিটে ব্যবধান কমালেও আর্সেনাল জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে এবং সেমিফাইনালে পৌঁছে যায়।

গোয়া মুক্তি দিবসে বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়া মুক্তি দিবসে বার্তা দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় তিনি লিখলেন, "যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে গোয়ার মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করেছিলেন, গোয়া মুক্তি দিবসে জাতি সেই বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। আমরা অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে তাঁদের ব্যতিক্রমী সাহসিকতা ও অটুট নিষ্ঠার জন্য অভিবাদন জানাই। আমি গোয়ার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং তাঁদের একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করি।"

গোয়ার মুক্তি দিবসে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ার স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "গোয়া মুক্তি দিবসে গোয়ার জনগণকে শুভেচ্ছা। এটি এমন একটি দিন যা দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার অদম্য অনুভূতিকে স্মরণ করে, যা তাদের গর্বিত ভারতীয় হিসাবে বেঁচে থাকার পথ প্রশস্ত করেছিল। এই আন্দোলনে যাঁরা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য গুন্ডামি, সংসদের বাইরে বিশৃঙ্খলা নিয়ে একহাত নিশিকান্ত দুবের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আম্বেদকর-মন্তব্য ঘিরে সংসদের অন্দরে সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সংঘাত এ বার পরিণত হল সংঘর্ষে। বৃহস্পতিবার দু'পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন। এছাড়াও বিজেপি সাংসদ মুকেশ রাজপুত আহত হয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর এবং তাঁকে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় কংগ্রেসকে একহাত নিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল গুন্ডামি।

ডঃ নিশিকান্ত দুবে বলেন, আমি চারবারের সাংসদ, কিন্তু এই প্রথম এমন কিছু দেখলাম। গত ১৫-১৬ বছরে, আমি কখনওই কংগ্রেস নেতাদের বিজেপির প্রতিবাদে বা বিজেপির লোকদের কংগ্রেসের প্রতিবাদে এইরকম করতে দেখিনি। কংগ্রেস নেতারা প্রতিদিনই প্রতিবাদ করছেন, বিজেপির একজন নেতাও তাদের বিরক্ত করার চেষ্টা করেননি। আজ কেন বিজেপির প্রতিবাদে বাধা দিল কংগ্রেস? এটা বোঝায় যে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল গুন্ডামি।

SHOW CAUSE NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Ajit Kr. Nama, Fr, RA, Pecharthal Range the Offence Report No.01/OR/RO PTL/2024-25 dated, 10.08.2024 and vide his office letter No.F.24/RO-PTL/2024- 25/243-44 dated, 12.08.2024 that on 10.08.2024 at about 12:10 PM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-02H-1604, Chassis No.MAZ126LK653468, Engine No.GLO4G15596 from Laxmancherra area near B.O.C. Roadside, Pecharthal with loaded over 2.636 cum teak sawn timber without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Ajit Kr. Nama, Fr, RA, Pecharthal Range has checked and seized the said vehicle registration No.TR-02H-1604, Chassis No.MAZ126LK653468, Engine No.GLO4G15596 from Laxmancherra area near B.O.C. Roadside, Pecharthal and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section- 52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-02H-1604, Chassis No.MAZ126LK653468, Engine No.GLO4G15596 from Laxmancherra area near B.O.C. Roadside, Pecharthal for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

AND WHEREAS, Sri Basanta Chakma, S/o: Bijoy Chakma, Vill: Kanpui No.1, PO: Phuldangsei, PS: Vanghmun, North Tripura has preferred his authorized ownership and claimed over the vehicle bearing registration No.TR-02H-1604, Chassis No.MAZ126LK653468, Engine No.GLO4G15596 by submitting documents against said seized vehicle in support of his claim.

AND THEREFORE, Sri Basanta Chakma, S/o: Bijoy Chakma, Vill: Kanpui No.1, PO: Phuldangsei, PS: Vanghmun, North Tripura is hereby served upon notice to clarify as follows before the Authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on any working days within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice (1) Source of collection Teak Sawn Timber, (2) Is any GP & TP taken from the competent Authority for carrying of Sawn Timber & (3) Vehicle used for carrying with having carrying license or not? Why does not the vehicle to be confiscated to the Government of Tripura for using in illegally carrying of forest produces by using this vehicle, your clarification should be submitted within stipulated days, failing which decision regarding confiscation of vehicle bearing registration No.TR-02H-1604, Chassis No.MAZ126LK653468, Engine No.GLO4G15596 will be taken ex-parte.

Issued under my Seal & Signature this day on 8/12/2024.

ICA/D/1520/245

[A. Datta, TFS] Authorized Officer
Sub-Divisional Forest Officer
Kumarghat Forest Sub-Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 19/EE/DWS/DMN/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	87/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 8,41,521.00	Rs. 16,830.00	30 days	Appropriate Class
2	88/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 8,41,521.00	Rs. 16,830.00	30 days	Appropriate Class
3	89/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 8,41,521.00	Rs. 16,830.00	30 days	Appropriate Class
4	90/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 8,41,521.00	Rs. 16,830.00	30 days	Appropriate Class
5	91/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 22,98,869.00	Rs. 45,977.00	90 days	Appropriate Class
6	92/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 21,23,485.00	Rs. 42,470.00	90 days	Appropriate Class
7	93/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 23,59,445.00	Rs. 47,189.00	90 days	Appropriate Class
8	94/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 21,44,631.00	Rs. 42,893.00	90 days	Appropriate Class
9	95/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 24,26,097.00	Rs. 48,522.00	90 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 31-12-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 31-12-2024 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-2951/24

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পঞ্চাশের পরেও ওজন কমানো সম্ভব

পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া মানেই যে শরীর-মনে বার্ধক্য এসে চেপে বসবে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। বয়স বাড়বে কালের নিয়মেই। কিন্তু শরীরকে যদি সেই ভাবে চালনা করা যায়, তা হলে পঞ্চাশের পরেও তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব। একটা বয়সের পর গিয়ে ওজন কমানোর আশা প্রায় ছেড়েই দেন অনেকে। শরীরচর্চা করার অভ্যাসও চলে যায়।

ফলে হার্টের রোগ, লিভারের সমস্যা, কিডনির অসুখ এবং বাতের ব্যথাবেদনা হানা দেয় পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই। তখন হাঁটতে চলতে সমস্যা, সিঁড়ি ভাঙতে গেলে আতঙ্ক আর ব্যায়ামের কথা শুনলেই আলস্য এসে চেপে ধরে। ফিটনেস প্রশিক্ষকেরা বলছেন, ষাটের কাছাকাছি এসেও কিন্তু ওজন ঝরানো সম্ভব। এমন কিছু ব্যায়াম রয়েছে, যাতে বেশি দৌড়ঝাঁপ করার দরকার নেই। কিন্তু নিয়ম মেনে করতে পারলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকবে এবং আর্থাইটিস, ডায়াবিটিস, হার্ট ও কিডনির অসুখ চট করে কাছ ঘেঁষবে না। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে কী ভাবে শরীরচর্চা করবেন?

বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলিকে দূরে রাখতে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে শরীরচর্চা, ডায়েট ও মানসিক স্বাস্থ্য। চল্লিশের পর থেকেই হাড়ের ক্ষয় হতে শুরু করে একটু একটু করে। যাঁরা সারা দিন বসে কাজ করেন অথবা যাঁদের কায়িক শ্রম একেবারেই হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি। বিশেষ করে, অবসরের পরে আলস্য আরও বেড়ে যায়। তখন শুয়েবসেই বেশির ভাগ সময় কাটান অনেকে। প্রশিক্ষকেরা জানাচ্ছেন, এই সময়েই নিয়ম করে পায়ের জন্য স্কোয়াট, স্টেপ আপের মতো ব্যায়াম করতে হবে। যদি হার্টের সমস্যা না থাকে, তা হলে পুশ আপ, কম ওজনের ডাম্বেল নিয়ে শোল্ডার প্রেস করা যেতে পারে। এই ব্যায়ামগুলি করলে পেশির শক্তি বজায় থাকে, শরীরও টানটান থাকে।

একটা বয়সের পর হঠাৎ দৌড়োলে হাড়ের সংযোগস্থলে চাপ পড়তে পারে। কিন্তু হাঁটা সবচেয়ে ভাল ব্যায়াম। ধীরে হলেও হাঁটুন। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে হাঁটার গতি বাড়াবেন। প্রত্যেক দিন আধ ঘণ্টা হাঁটলেই অনেক শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। অবশ্য যদি আর্থাইটিস থাকে, তা হলে বেশি হাঁটলে আবার উল্টো ফল হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন ১৫-২০ মিনিট করে হাঁটতে পারেন। চেষ্টা করুন ২ মিনিট জোরে এবং ১ মিনিট আস্তে হাঁটতে। পঞ্চাশের পর থেকেই হাঁটুর সমস্যা ভোগায় অনেককে। সে ক্ষেত্রে স্কোয়াট, ক্রাঞ্চ জাতীয় ব্যায়াম করা সম্ভব হয় না। তাই পায়ের জোর বাড়াতে লেগ প্রেস করতে পারেন। পেটের মেদ কমাতে ও পেশি টানটান রাখতে কিছু যোগব্যায়ামের অভ্যাস করুন। প্রশিক্ষকের থেকে শিখে নিয়ে করতে পারেন ভুজঙ্গাসন, মৎস্যাসন, উষ্ট্রাসন। এই ব্যায়ামগুলিতে পেশির নমনীয়তা বাড়বে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা দূর হবে। হার্ট ও লিভারের অসুখ যদি না থাকে এবং শরীর সুস্থ থাকে, তা হলে ময়ূরাসন অভ্যাস করতে পারেন। এতে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকবে, বয়সকালে হরমোনজনিত সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ফুসফুসের জোর বাড়াতে শ্বাসের ব্যায়াম করা খুব জরুরি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত দেহের দু'পাশে রাখুন। চোখ বন্ধ করে দু'হাত ধীরে ধীরে মাথার উপরে তুলুন। হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। আবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দু'হাত নামিয়ে আনুন। এ ভাবে অভ্যাস করুন। নিয়মিত যোগাভ্যাস কোষের আয়ু বৃদ্ধি করে, শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

লেখাপড়ায় সন্তানের উৎসাহ বাড়াতে কী করবেন অভিভাবকরা?

ঘড়ি ধরে পড়তে বসায় কারই বা আগ্রহ থাকে? তবে খুদে দুষ্টুমি করুক বা বায়না, তাদের পড়তে বসাতে হবেই। কিন্তু তা বলে বকাঝকা করাটা সমস্যার সমাধান নয়। বরং বাবা-মায়ের উৎসাহেই শিশুর পড়াশোনায় আগ্রহ তৈরি হতে পারে। আবার অভিভাবকদের কিছু ভুলই তাদের পঠনপাঠনে অনাগ্রহীও করে তুলতে পারে।

মনোসমাজকর্মী মোহিত রণদীপের বক্তব্য, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার বাড়তি চাপ, অভিভাবকদের প্রত্যাশা, মেজাজ হারিয়ে বকুনি দেওয়ার কারণে শিশু পঠনপাঠনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষের পরামর্শ, শিশুর ভুলের

কড়া সমালোচনা না করে, কথার কৌশলেই তাকে পড়ায় উৎসাহিত করে তোলা যেতে পারে। যিনি পড়াবেন, তাঁকে ধৈর্য ধরে কাজটি করতে হবে।

১. পড়াশোনার একটি রুটিন করে দেওয়া দরকার। পায়েলের পরামর্শ, পড়তে বসার আগে শরীরচর্চা খুব জরুরি। এ বিষয়ে গাফিলতি চলবে না। খুদে সন্ধ্যা থেকে টিভি দেখে, এদিক-ওদিক ঘুরে বেশি রাতে পড়তে বসলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার পড়াশোনায় মন থাকবে না। মোহিত বলছেন, "টিভি, মোবাইলে কার্টুন, রিলস, গেম চলমান জিনিস। সে সব দেখে পড়তে বসলে, বইয়ের স্থির ছবিতে কিছুতেই মনোসংযোগ করা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বরং শিশু ছোটাছুটি করে খেললে দৈহিক অস্থিরতা কমবে। তার পর পড়তে বসলে মন দেওয়া সহজ হবে।

২. পড়তে বসার আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার এ দিন কী কী পড়বে। পায়েল বলছেন," তার মধ্যে আঁকাও থাকতে পারে। কোনটার পর কোন বিষয়ের কাজ করতে হবে, সেটা জানা থাকলে, শিশু বুঝবে এটাই শেষ পড়া। তার মনে পড়া শেষ হওয়ার আনন্দ কাজ করবে। তাঁর কথায়, পড়াশোনার উদ্দেশ্য একটি চিন্তাশীল মন তৈরি করা। পড়াশোনায় যেন আনন্দ থাকে। এ ক্ষেত্রে যিনি সুন্দর ভাবে পড়াতে পারেন, তাঁকেই দায়িত্ব দিলে ভাল। সকলের কিন্তু ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে, গল্প করে পড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। মা সারা দিন কাজের পর সন্তানকে পড়াতে বসিয়ে দ্রুত মেজাজ হারিয়ে ফেলতে পারেন। অভিভাবক যদি সন্তানকে পড়ানোর দায়িত্ব নেন, তাঁদের এগুলি মাথায় রাখতে হবে। ৩. ছোট থেকে বড়, পঠনপাঠনে উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন কেউ পড়াশোনায় নিজে থেকেই আগ্রহী হয়ে উঠবে। মোহিত মনে করেন, পড়ানোর পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন ভাবে শিশুর সামনে পাঠ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সে আগ্রহী হয়। খুদের ছোট ছোট সাফল্যকে উৎসাহ দিতে হবে। সমালোচনার চেয়ে প্রশংসা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর।

৪. অন্যের সঙ্গে তুলনা করলে সমস্যা হতে পারে। পায়েল বললেন, "তুমি পারছ না কেন? অন্যরা পারে, এমন তুলনা কখনও তাকে উৎসাহ জোগাবে না। বরং সমালোচনা করতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বলতে পারেন, কালকে তুমি একটি বানান ভুল করেছিলে। আজ ৩টি বানান ভুল হল। দেখ আমার কিন্তু পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। পরের বার কি তুমি এমন ভাবে লিখতে পারে, যাতে একটা বানানও ভুল না হয়।" কিংবা বোঝান, "অঙ্ক যদি অভ্যাস না করো, মাথা খুলবে না। বুদ্ধি কমে যাবে। সেটাই কী চাইছ তুমি।"

৫. পড়ার ফাঁকে বিরতিতে জোর দিচ্ছেন পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট। তাঁর পরামর্শ, ২০ মিনিট পড়ার পর ৫ মিনিট বিরতি প্রয়োজন। তবে সে সময় তাকে কার্টুন দেখার ছাড়পত্র দেওয়া যাবে না। বরং সেই সময়টা গল্প করা যেতে পারে। পাশাপাশি, পড়ানোর সময়ে মোবাইল দেখা, মেসেজ পাঠানো, রান্না করা বা অন্য কোনও কাজই করা যাবে না। এতে শিশুর মনও চঞ্চল হয়ে উঠবে।

খুদকে পড়াশোনায় আগ্রহী করে তুলতে হলে কিছু ভুলের দিকে অভিভাবকদের খেয়াল রাখা দরকার বলে মনে করেন মোহিত ও পায়েল।

মোহিতের কথায়, আগে ৪-৫ বছর থেকে শিশুদের পড়াশোনা শুরু হত। এখন আড়াই বছরের শিশুকে দিয়েও লেখানোর চেষ্টা হয়, যখন তার ঠিক করে পেনসিল ধরার ক্ষমতাই হয়নি। পড়াশোনা বোঝা হয়ে ওঠা কাম্য নয়। অভিভাবকদের বুঝতে হবে, যে প্রত্যাশা সন্তানের কাছে করছেন, তা আদৌ বাস্তবসম্মত কি না। পাশাপাশি, মোবাইল দেখার সময়টা সীমাবদ্ধ করতে হবে। মনোসংযোগ নষ্ট হয়, এমন বিষয়গুলিকে সরানো প্রয়োজন। পায়েলের পরামর্শ, পড়াশোনা খুদের কাছে কখনও যেন ভীতিপ্রদ না হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় এত নম্বর পাওয়ার চাপ শিশুমনে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

জায়গা নষ্ট না করে দেওয়াল কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে পারেন আলমারি

সারা দিনের কাজের পর ফিরে শোয়ার ঘরের বিছানায় শরীর এলিয়ে দেওয়ার মতো প্রশান্তি যেন কিছুতেই নেই। সেই ঘরে যদি আসবাবের আধিক্যে পা ফেলাই দায় হয়, তখন শান্তি নষ্ট হতে বেশি সময় লাগবে না। তবে ২-৩ কামরার ফ্ল্যাটে সবসময় বেশ বড় সড় শয়নকক্ষ থাকবে, তাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা যাবে, এমনটা আশা করা বৃথা। আবার শোয়ার ঘর সাজাতে গিয়ে যদি জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস গুছিয়ে রাখার আলমারি সেখানে স্থান না পায়, তা হলে সমস্যার শেষ থাকবে না। তবে উপযুক্ত নকশা ও পরিকল্পনায় ছোট ঘরের দেওয়ালেও তৈরি করে নেওয়া যায় সুদৃশ্য আলমারি। কী ভাবে আলমারি বানালে, জায়গা বাঁচবে, আবার কাজও হবে?

১. শোয়ার ঘর ছোট হলে দেওয়ালের নীচ থেকে উপরের অংশ, পুরোটাই আলমারি তৈরির জন্য কাজে লাগানো ভাল। কেনা আলমারিও রাখা যেতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব উচ্চতা থাকে। আলমারির মাথায় কোনও জিনিস রাখলে, তাতে শোয়ার ঘরের শোভা বর্ধন করবে না। বরং সেই অংশ যদি আলমারির মতোই পাল্লা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় তাতে বাড়তি জিনিস রাখা যাবে। সে ক্ষেত্রে ঘরের মাপ অনুযায়ী আলমারি তৈরি করালে, দেওয়ালটি ভাল ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

২. আলাদা করে ড্রেসিং টেবিল না রেখে, শোয়ার ঘরের একটি দেওয়াল জুড়ে কাঠের বা প্লাইউডের আলমারি বানিয়ে নিতে পারেন। সেই আলমারির একটি অংশে লম্বা কাচ লাগিয়ে ড্রেসিং টেবিল করানো যেতে পারে। সাজগোজের জিনিস রাখার জন্য ড্রেসিং টেবিলের কাচটি পাল্লা হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। কাচের পিছনে প্রসাধনী রাখার জায়গা করে নেওয়া যায়। ড্রেসিং টেবিলের জন্য আলাদা টুল না রেখে এমন ভাবে ব্যবস্থা করা যায়, যাতে কাজ হয়ে গেলে সেই টুলটি সঠিক খাঁজে ঢুকিয়ে দিলে আলমারির অংশ বলেই মনে হয়।

৩. ঘরের দেওয়ালের মাঝের অংশে খাট রাখলে তার দুই পাশ, এমনকি মাথার অংশেও আলমারি করে নেওয়া যায়। এতে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার অনেকটা জায়গা মেলে। খাটের ঠিক উপরের অংশটি বেশ কিছুটা ফাঁকা রাখুন। ওই জায়গায় কোনও ছবি, বা দেওয়াল সাজানো হস্তশিল্প, আয়না রাখতে পারেন। তবে সেই অংশটুকু ছাড়া বাকি দেওয়ালটাই আলমারি তৈরিতে কাজে লাগানো যায়।

৪. খাটের পাশের দেওয়ালেও আলমারি তৈরি করে নিতে পারেন। যদি আলমারির পাল্লা খোলার জায়গা না থাকে, তা হলে "স্লাইডিং দরজা" রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আলমারির দরজা বাঁ দিকে ঠেলে বা ডান দিকে সরিয়ে খোলা যাবে।

৫. যে দেওয়ালে ঘরে ঢোকার দরজা রয়েছে, সেই দেওয়ালটিও সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগানো যায়। দরজার অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকি দেওয়ালে নীচ থেকে ঘরের ছাদ পর্যন্ত আলমারি তৈরি করাতে পারেন।

রসুনের তেলের ভিন্ন গুন

সর্দিকাশি হোক বা বাতের ব্যথা রসুন তেলের যে কত গুণ তা সকলেই জানেন। তা সত্ত্বেও রসুনের তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধের জন্য অনেকে এই আনাজ খেতে পারেন না। রান্না করে খেলে ততটা গন্ধ থাকে না। অনেকেই অল্প তেলে রসুন ভেজে খান। কিন্তু আয়ুর্বেদ বলছে, রান্না করে খেলে রসুনের ভেষজ গুণ নষ্ট হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

আয়ুর্বেদে কিন্তু রসুন কাঁচা খাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। তবে একান্ত যদি রসুনের গন্ধ অস্বস্তিতে ফেলে, সে ক্ষেত্রে খোসা-সহ রসুন শুকনো খোলায় সেঁকে নিয়ে তার পর খাওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে ভাল হয় কাঁচা রসুন খাওয়ার পর দাঁত মেজে ফেলতে পারলে। তা হলে রসুনের গন্ধ একেবারেই থাকে না।

কাঁচা রসুন চিবিয়ে খাওয়ার পর যদি কয়েকটি পুদিনাপাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়, তা হলে এই দুর্গন্ধ দূর করা যায় সহজেই। বাজারে এখন রসুনের গুঁড়োও কিনতে পাওয়া যায়। কাঁচা বা রান্না করা রসুনের গন্ধের চেয়ে গুঁড়ো রসুনের গন্ধ অনেকটা হালকা। এ ছাড়া ভিনিগার বা লেবুর রসে রসুনের কোয়া ভিজিয়ে রাখলেও তার গন্ধ ম্লান হয়ে যায়। কাঁচা রসুন হোক বা রসুনের তেল, নিয়মিত খেলে কী উপকার হবে? ১) রসুনের মধ্যে এমন কিছু সক্রিয় উপাদান রয়েছে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সারা শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতেও সেই উপাদানগুলির ভূমিকা রয়েছে। ২) রসুনের মধ্যে রয়েছে "অ্যালিসিন"। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে এই উপাদানের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সাধারণ ঠান্ডা লাগা, সংক্রমণজনিত সর্দিকাশির দাপট নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ৩) যে হেতু রসুন খেলে প্রদাহজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে তাই ডায়াবেটিকরা মনে করেন এই সব্জিটি রক্তে বাড়তি শর্করাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তবে শুধু ধারণার বশে নয়, ২০০৬ সালে একটি গবেষণায় তেমন প্রমাণও মিলেছে। ৪) রসুনের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানের পরিমাণও প্রচুর। তাই বয়সজনিত ব্যথাবেদনা কিংবা আর্থাইটিসের ব্যথায় আরাম মেলে। ৫) হজমের গোলমাল সারিয়ে দিতে পারে রসুন। খাবার হজমে সহায়ক বিভিন্ন উৎসেচক ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে রসুন। অন্ত্রের মধ্যে থাকা "খারাপ" ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করতেও সাহায্য করে।

শুধু কৌশল জানা থাকলে দশ মিনিটেই ঘর হয়ে উঠবে চকচকে

সাংসারিক ব্যস্ততা, অফিসের চাপ, ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতা সব সামলে হাতে যেটুকু সময় বেঁচে থাকে, তখন বিশ্রাম নিতেই সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা করে। তবে বাড়িঘর পরিষ্কার রাখাও অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। সেটি করতেই অনেকেরই সবচেয়ে বেশি আলসেমি ঘিরে ধরে। আলস্য কাটিয়ে বাড়ির অলিঘুঁজি থেকে ধুলো পরিষ্কার অনেকের পক্ষেই কষ্টদায়ক। তবে কিছু সহজ কৌশল রয়েছে। কমসময়ে বাড়িঘর হয়ে উঠবে চকচকে এবং ঝকঝকে। ১) দেওয়াল হোক কিংবা মেঝে কোনও দাগছোপ ঝাঁকিয়ে বসতে দেবেন না। বেশি দেরি হয়ে গেলে পরিষ্কার করা মুশকিল হয়ে যাবে। চোখের সামনে কোনও দাগ দেখতে পালে তখন পরিষ্কার করে ফেলুন। তা হলে পরে পরিশ্রম কম হবে। ২) প্লাস্টিক বা কাচের একটি শিশিতে বেকিং সোডা এবং ভিনিগার মিশিয়ে রেখে দিন। সর্বজনীন এই দ্রবণে রান্নাঘরের সিঙ্ক থেকে গ্যাস অভেন, মাইক্রোঅয়েভ, ফ্রিজ সবই পরিষ্কার করে ফেলা যায়। ৩) ছুটির দিন যদি একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পারেন, তা হলে কাজ এগোতে সুবিধা হবে। তা ছাড়া সকালে উঠলে শরীরও চনমনে এবং চাঙ্গা থাকে। আবার "স্বচ্ছ ঘর অভিযানে"ও সফল হবে। ৪) অন্য সমস্ত কাজ ছেড়ে শুধু ঘর পরিষ্কার না করলেও চলবে। রান্না করতে করতে পরিষ্কার করা যায়। আবার মোবাইলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমা দেখার ফাঁকেও ঘর পরিষ্কার করে নিতে পারেন। ৫) সাবান কিংবা শ্যাম্পুর ফেনা নিয়ে স্নানঘরে খেলা করেন? ওই ফেনা কিন্তু স্নানঘর পরিষ্কারের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে। সাবান-শ্যাম্পুর ফেনা ভাল স্ক্রাবার। স্নানঘরের মেঝে এবং দেওয়ালে মাখিয়ে ভাল করে ঘষে নিলেই হবে।

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার ভালো

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ডি এবং আই, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়োডিন সহ অনেক পুষ্টিগুণ। এই কারণেই দুধকেও পরিপূর্ণ খাদ্য বা সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি মাংসপেশির বিকাশের জন্য দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুধ পান করা জরুরি তা জানা থাকলেও অনেকেই জানেন না দুধ পান করার সঠিক সময় কোনটি?দুধ পান করার সঠিক সময় কি জানেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল সময়ে দুধ পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আর দেরি না করে জেনে নিন কখন দুধ পান করলে সুস্থ থাকবে শরীর। কখন দুধ পান করা ঠিক? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ পান করা উচিত নয়। শুধু তাই-ই নয়, এর পাশাপাশি দুধ খাওয়ার আগে টক জিনিস বা ফল, দই, টক জাতীয় খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার খাওয়ার ৪০ মিনিট পর দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। উষ্ণ দুধ পান করুন হালকা গরম দুধপান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুমনোর একঘণ্টা আগে দুধ পান করা উচিত। এর ফলে হজমে কোনও সমস্যা হয় না এবং পরিপাকতন্ত্রের উপর চাপ পড়েনা। সেই সঙ্গেই হালকা গরম দুধ পান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। এছাড়া সারাদিনের ক্লান্তিও দূর হয় এবং ভালো ঘুম হয়। খালি পেটে পান করবেন না অনেকেই সকালে উঠে খালি পেটে দুধ পান করেন। এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে দুধ পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তাই হজমের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু খাওয়ার পরেই দুধ পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই অভ্যাস শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা যে কোনও সময় দুধ পান করতে পারে এবং এতে তাদের শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় ও সুস্থ থাকে। তবে প্রবীণদের সকালে কিছু ছাড়া দুধ পান করা একেবারেই চলবে না।

চা পাতার স্বাদ-গন্ধ বুঝবেন কী করে?

ঘুম থেকে উঠে এক কাপ গরম চায়ে চুমুক না দিলেই নয়। বাগান থেকে তোলা চা পাতার গন্ধে মনটা যেন ফুরফুরে হয়ে ওঠে। স্বাদের দিক থেকে দুধ চা পছন্দের হলেও স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ এখন দুধ-চিনি ছাড়াই চা খেতে বেশি পছন্দ করেন। সে ক্ষেত্রে চায়ের মান ভাল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দাম দিয়ে চা পাতা কেনার পরেও কেন সেই পানীয়ে তেমন স্বাদ আসে না?

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চা পাতার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো, রাসায়নিক, ধাতুচূর্ণ, কৃত্রিম রঙের মতো নানা রকম ভেজাল মেশানো হচ্ছে। যার ফলে চায়ের রঙে তেমন হেরফের নজরে না পড়লেও স্বাদের ফারাক বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাতা তোলামাত্র সেই চা খাওয়া যায় না। তাকে দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেই সময়েই অসাধু ব্যবসায়ীরা চায়ের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে দেন। যা সহজে খালি চোখে ধরা পড়ে না। তবে বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, কয়েকটি ঘরোয়া পরীক্ষাতেই ধরা পড়বে, চা পাতায় ভেজাল মেশানো আছে কি না। চায়ে ভেজাল আছে কি না ধরবেন কী ভাবে?

"টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া" জানাচ্ছে, চায়ে ভেজাল আছে কি না, ধরার উপায় আছে। এক ঝলক দেখেই হয়তো বোঝা যাবে না। তবে কিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

১) প্রথমে একটি ব্লটিং পেপারে কিছুটা চায়ের গুঁড়ো ঢালুন। সেই গুঁড়ো চায়ের উপর সামান্য জল ছিটিয়ে দিন। তার পর কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে চায়ের গুঁড়ো সরিয়ে ব্লটিং পেপারটি আলোর সামনে নিয়ে গিয়ে দেখুন। ভেজাল চা কাগজের উপর কালো বা খয়েরি রঙের দাগ ফেলবে, কিন্তু চা খাঁটি হলে কাগজের উপর কোনও দাগ পড়বে না। এ বার ব্লটিং পেপারটি পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন। চায়ে যদি ভেজাল থাকে, তা হলে দেখবেন ধোয়ার পরেও খয়েরি দাগ থেকে যাবে।

২) আরও একটি উপায় আছে বোঝার। একটি কাচের পাত্রে চায়ের গুঁড়ো নিন। এ বার ছোট চুম্বক নিয়ে ধীরে ধীরে চায়ের উপর ঘোরাতে থাকুন। চা খাঁটি হলে চুম্বকে কিছু লাগবে না। কিন্তু গুঁড়ো চায়ে লৌহচূর্ণ মেশানো থাকলে, তা চুম্বকের গায়ে আটকে যাবে। তখন বুঝবেন ভেজাল মেশানো আছে।

৩) চায়ের লিকার তৈরি পরে, ছাঁকনিতে যে চা পাতা আটকে যাবে সেগুলি তুলে নিয়ে দেখুন। খাঁটি চা হলে পাতাগুলি সহজে ছিঁড়বে না, রঙও উজ্জ্বল ও গাঢ় থাকবে। যদি ভেজাল মেশানো থাকে, তা হলে ভেজাল চা পাতার রং ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। একটু টানলেই ছিঁড়ে যাবে।

নতুন নগরে বিজেপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার এলাকা ঘুরে দেখেন দলের কর্মকর্তারা।

এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে। সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "নম্বর কারচুপি হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে।" তার পরেই তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করতে রাজ্যের সম্মতি রয়েছে কি না।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাইয়ে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর সংযোজন, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য দিয়েছে।

এসএসসির আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ তালিকায় থাকা যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের বাছাই করা সম্ভব?

তার পরেই এসএসসির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "আমাকে বোঝান কেন হাই কোর্ট বলল (যোগ্য-অযোগ্য) আলাদা করা সম্ভব নয়?"

শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়াই বাতিল করা হবে, না কি যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের আলাদা করার নির্দেশ দেবে শীর্ষ আদালত, তা জানতে উদ্গ্রীব সকলেই।

ড্রেনের মধ্যে পা ঢুকে আহত চুঁচুড়ার বিধায়ক

হুগলি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার জনসংযোগে এবং অবৈধ জল-সংযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে ড্রেনের মধ্যে পা ঢুকে আহত হলেন হুগলির চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার।

এদিন দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনসংযোগ করতে গিয়েছিলেন বিধায়ক। কোথাও জলের সমস্যা, কোথাও রাস্তার সমস্যার কথা তাঁকে জানাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যান্ডেল কলাবাজার এলাকায় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। হঠাৎ একটি স্ল্যাব ভেঙে ড্রেনে পা ঢুকে যায় বিধায়কের। কোনও রকমে তাঁকে টেনে তোলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও দলের কর্মীরা।

এরপরও কিছুটা জনসংযোগ চালানোর চেষ্টা করেন বিধায়ক। কিন্তু পা ফুলে যাওয়ায় মাঝপথে বসে পড়েন। জনসংযোগ বন্ধ করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় তাঁকে। ব্যান্ডেলে অর্থপেডিক সার্জেনকে দেখান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে করা হয়। চিকিৎসক জানান বিধায়কের পায়ে চিড় ধরেছে। এক মাস বিশ্রাম নিতেও বলা হয়েছে বিধায়ককে। বিধায়ক বলেন, 'ড্রেনে ফাঁক ছিল। সেই ড্রেনের ভিতর ঢুকে গিয়েছি। সবাই টেনে তুলল।'

বিধায়ক আরও জানিয়েছেন, অবৈধ জলের সংযোগ রয়েছে দেবানন্দপুর এলাকায়। ১০টা জল চুরির ঘটনাও ঘটেছে। দুটো পাম্প ধরা হয়েছে।

তিনসুকিয়ার কাকোপথারে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক মহিলা ও অরুণাচল পুলিশের কনস্টেবল সহ তিন

তিনসুকিয়া (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত কাকোপথারের নবজ্যোতি গ্রামে সংঘটিত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা ও অরুণাচল প্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল সহ ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ দুবে বলে শনাক্ত করা হলেও এ খবর লেখা পর্যন্ত বাকি দুজনের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। কাকোপথার থেকে কিছু দূরে এআর ১৭ ৫৩১৯ নম্বরের একটি ডাম্পার গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। এক সময় যাত্রীবাহী এএস ০১ এইচ ০৮১১ নম্বরের একটি হুন্ডাই আই-১০ সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে ডাম্পারে। সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আই-১০-এর দুই যাত্রী এবং ডাম্পার-চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ দুবে, মহিলা সহ ডাম্পারের চালককে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, ডাম্পারের দৃশ্যমানতা এবং ভুল পার্কিঙের দরুন মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

আম্বেদকর প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধল বিজেপি, পাল্টা বিক্ষোভ ইন্ডি জোটের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে বিক্ষোভ, পাল্টা বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছে, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সামনে বিজেপি সাংসদরা প্রতিবাদ করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, "কংগ্রেস বাবাসাহেবকে অসম্মান করার জন্য সবচেয়ে বড় পাপী। পুরো পরিবার ভারতরত্ন নিয়েছে এবং বাবাসাহেবকে দেয়নি। কংগ্রেসের উচিত নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে উপবাস করা এবং নীরবতার ব্রত নেওয়া।'

এদিকে, পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বিরোধীদের ইন্ডি জোট। ইন্ডি জোটের সাংসদরা সংসদ চত্বরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবি তোলেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, সঞ্জয় রাউত, মহুয়া মাজি প্রমুখ।

ঠান্ডায় রীতিমতো জমে যাচ্ছে কাশ্মীর, শ্রীনগরে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, ভূস্বর্গের সর্বত্রই বৃহস্পতিবারও হাড়কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শ্রীনগরে তাপমাত্রার এই পতন এই মরশুমে এই প্রথমবার। উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গে তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ২১-২২ ডিসেম্বর উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ : চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ

দোহা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে, যেখানে বিশ্বকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে বুধবার রাতে ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ ফাইনালে মেক্সিকোর পাচুকা এফসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে কার্লো আনচেলত্তির দল রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন হল। সেই সঙ্গে নতুন আঙ্গিকের ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতে সাফল্যে ভরা বছরটিকে আরো আলোকিত করল।

চলতি বছরে রিয়াল পঞ্চম শিরোপা জিতল। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল রিয়াল। মঙ্গলবার ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয়ী ভিনিসিউসের পাশ থেকে ৩৭ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে এমবাপের পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান রদ্রিগো। আর ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোলটি করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন ভিনিসিউস জুনিয়র।

কারাবো কাপ : সাউদাম্পটনকে হারিয়ে সেমিতে পৌঁছে গেল লিভারপুল

লিভারপুল, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): আর্নো স্লট দায়িত্ব নেওয়ার পর এবারের মরসুমটায় ভালো সময় যাচ্ছে লিভারপুলের। আর্নো স্লটের কোচিংয়ে লিগে তারা শীর্ষস্থানে আছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। আর এই ফর্ম নিয়ে তারা লিগ টেবিলের নিচের দল সাউদাম্পটনকে। বুধবার রাতে কারবো কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে কোনও ক্রমে জয় পেল ২-১-এ। ডারউইন নুনেজ ও হারভে ইলিয়টের গোলে জয় তুলে নিল তারা। আর সাউদাম্পটনের একমাত্র গোলটি ক্যামেরন আর্চারের। আর এদিনের আরেক ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে কারাবো কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে নিউক্যাসল। তাদের জয় ৩-১ গোলে।

তদন্তের নামে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, হাই কোর্টে অভিযোগ মৃতার বাবা-মায়ের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মেয়ের খুনের তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে 'অভয়া'-র বাবা-মা। বৃহস্পতিবার সকালে নতুন মামলার আর্জি জানান তাঁরা।

তাঁদের কথায়, "বর্তমানে যে তদন্ত চলছে তাতে আস্থা নেই। তাই নতুন করে খুনের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।" তদন্তের নামে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মৃতার বাবা-মায়ের।

আরজি করের ডাক্তারি ছাত্রীকে খুন ও ধর্ষণ মামলায় গত শুক্রবারই জামিন পেয়েছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে জামিন পেয়েছেন টালা থানার প্রাক্তন আইসি অভিজিৎ মণ্ডলও। ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। তাই জামিন দেওয়া হয়েছে বলে জানায় আদালত। এই খবরেই কার্যত হতাশায় ডুবে গেছিলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। তারপর থেকেই চিকিৎসক সংগঠন থেকে শুরু করে নাগরিক সমাজ ফের আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার কলকাতা হাই কোর্টে দ্বারস্থ হল নির্যাতিতার পরিবার।

আইএসএল: হায়দরাবাদ এফসি—র সঙ্গে কোচ থাংবোই সিংয়ের সম্পর্ক ছিন্ন

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আইএসএলের দল হায়দরাবাদ এফসির প্রধান কোচ থাংবোই সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল। হায়দরাবাদ বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের ১২তম স্থানে রয়েছে। ১১ ম্যাচের দুটি জয় ও একটি ড্র করেছে তারা।

২০২০ সাল থেকে হায়দরাবাদের সহকারী কোচ এবং টেকনিক্যাল ডিরেক্টর (যুব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ২০২৩ সালের জুলাই মাসে প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন। সহকারী কোচ সামিল চেমবাকাথ অন্তবর্তীকালীন কোচ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই, কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করলেন সঞ্জয় রাউত। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বি আর আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই।

কংগ্রেসের সমালোচনা করে এদিন সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি সাংসদরা। এই বিক্ষোভকেও কটাক্ষ করেছেন সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, 'বিজেপির আর কোনও কাজ বাকি নেই। বিজেপি এমন একটি দল যারা অলস বসে আছে। অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যদি তিনি ভুল করে থাকেন, যদি ভুলবশত বলে থাকেন তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। ডঃ আম্বেদকরের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় কোনও অপরাধ নেই, তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার ভগবানের মতো মর্যাদা রয়েছে। যে মানুষটি দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের মতো। আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

মৈপীঠে ফের বাঘের আতঙ্ক, রাতভর পাহারার পর স্বস্তিতে গ্রামবাসী

ক্যানিং, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের লোকালয়ে বাঘের আতঙ্কে ঘুম ছুটল গ্রামবাসীদের। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের অন্তর্গত মৈপীঠ কোস্টাল থানার ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য গুড়গুড়িয়া গ্রাম। সেখানে আজমলমারির জঙ্গল থেকে মাকড়ি নদী সাঁতরে একটি বাঘ ঢুকে পড়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বুধবার সন্ধ্যায় দুই বাইক আরোহী বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাঘটি তাঁদের আচমকাই সামনে চলে আসে। কোনও মতে বাইক ফেলে পালান তাঁরা। চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে আসেন। সেই থেকেই গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সাথে সাথেই গ্রামবাসীরা খবর দেন বন দফতর ও মৈপীঠ কোস্টাল থানায়। পুলিশ ও বনকর্মীরা রাতেই এলাকায় এসে বাঘের খোঁজে একদিকে যেমন তল্লাশি শুরু করেন তেমনই গ্রামের মানুষকেও আশ্বস্ত করেন। রাতভর পাহারার পাশাপাশি পটকা ফাটানো হয়। গ্রামের পাড়ে আলো জ্বালানো হয়। যাতে বাঘ লোকালয়ের একেবারে অভ্যন্তরে না ঢুকে পড়ে। রাতে আর বাঘ গ্রামের ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বনকর্মী, পুলিশ ও গ্রামের লোকজন মিলে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে বাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর বন কর্মীরা দেখতে পান যে বাঘটি পুনরায় জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। আর এতেই ফের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন গ্রামের মানুষজন।

শীতের আমেজ ফের উধাও, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের শীত উধাও দক্ষিণবঙ্গে, হ্রাসের পরিবর্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবার বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং নদিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গেও।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা সেভাবে মালুম হয়নি।

অনলাইন অর্ডার দিতে গিয়ে নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ, কল্যাণের সতর্কতা

হুগলি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): অনলাইন অর্ডার দিতে গিয়ে বুধবার এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হয় হুগলির শ্রীরামপুরে। ঘটনাটি জানতে পেরে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। অনলাইনে একটি বরাত দিয়েছিল সে। বুধবার বিকেলে বাড়িতে একা ছিলেন নাবালিকা। সেই সময় এক ডেলিভারি বয় পার্সেল দিতে আসেন। অভিযোগ, নাবালিকা দরজা খুলতেই আগন্তুক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। নাবালিকা পিছন পিছন যেতেই ঘটে বিপত্তি।

অভিযোগ, সেখানেই নাবালিকার শ্লীলতাহানি করে ওই যুবক। নির্যাতিতা চিৎকার করতেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত। পরিবারের সদস্যরা ফিরতেই বিষয়টি জানায় সে। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। ধৃতের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুলেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার কথা উল্লেখ করে অভিভাবকদের সতর্ক হওয়ার কথা বলেন। তবে দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সাংসদ।

শিলিগুড়িতে খড় ভর্তি লরির আড়ালে গরু পাচারের চেষ্টা, আটক ২

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : খড় ভর্তি লরিতে গরু পাচারের চেষ্টা বানচাল করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। লরিতে পাচারকারীরা খড়ের নীচে একটি কাঠের বাক্স তৈরি করে, যার ভিতরে ২০টি গবাদি পশু লুকিয়ে রাখা ছিল। এ ঘটনায় লরির চালক ও খালাসিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে এনজেপি থানার পুলিশ ফুলবাড়ি সংলগ্ন গাথমাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে খড় ভর্তি একটি লরি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। এই সময় খড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ২০টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়। তারপরে গবাদি পশু সম্পর্কিত সঠিক নথি না দেখানোয় পুলিশ গবাদি পশু—সহ লরিটি বাজেয়াপ্ত করে। একই সঙ্গে গরু পাচারের অভিযোগে লরি চালক ও খালাসিকে আটক করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিহার থেকে অসমে গরু পাচার হচ্ছিল। এনজেপি থানার পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে।

নাগাল্যান্ডে ৩.২ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ৩.২ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে নাগাল্যান্ডের চুমৌকেদিমা জেলা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ০১:২২:৫৪টায় সংঘটিত ভূমিকম্পে আতংকের সৃষ্টি হয় গোটা জেলায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির বিভাগীয় এক্স হ্যান্ডলে জারিকৃত তথ্যে জানা গেছে, আজ ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বেলা একটা ২২ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড সংঘটিত ভূমিকম্প নাগাল্যান্ডের ২৫.৭৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৯৫ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের চুমৌকেদিমা জেলার ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি হয়েছে।

মুম্বইয়ে লঞ্চ দুর্ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের, তদন্তও শুরু

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ে আরব সাগরের ওপরে লঞ্চ দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর পরে চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। প্রাণে বেঁচে ফেরা যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, লঞ্চে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। দুর্ঘটনার পর নাকি জলে জ্যাকেট ফেলা হয়। পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট থাকলে ১৩ জনের মৃত্যু এড়ানো যেত বলে ওই যাত্রীদের দাবি। চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। মুম্বইয়ের বাসিন্দা এক যাত্রী থানায় লঞ্চের চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক রাম কদম বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত করা হবে। কোনও কারিগরি ত্রুটি ছিল কিনা তা তদন্তের পরে জানা যাবে। এখন শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোই অগ্রাধিকার। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না হয়, তা নিশ্চিত করতে মনোযোগ দেবে সরকার।'

বুধবার বিকেলে মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া সংলগ্ন ফেরিঘাট থেকে এলিফ্যান্টা গুহা যাওয়ার সময়ে 'নীলকমল' নামের একটি লঞ্চে ধাক্কা মারে নৌসেনার একটি স্পিডবোট। ধাক্কার অভিঘাতে উল্টে যায় লঞ্চটি। দুর্ঘটনার পর ১০১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। গুরুতর জখম হন দু'জন। মৃত্যু হয় মোট ১৩ জনের।

শাহজাহানপুরে ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, একই পরিবারের ৫ জনের মৃত্যু

শাহজাহানপুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্য। এছাড়াও আরও ৫ জন এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা, সংঘর্ষের অভিঘাতে গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। প্রাণ হারান ৫ জন, বাকি ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সুপার (এসপি) রাজেশ এস বলেছেন, 'বুধবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বরেলি-এটাওয়া

'জয় ভীম' বলে দেখান, বিজেপি সাংসদদের চ্যালেঞ্জ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): 'জয় ভীম' বলে দেখান, বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'রাহুল জি বি আর আম্বেদকরের ছবি নিয়ে 'জয় ভীম' স্লোগান দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদে প্রবেশ করছিলেন। আপনারা দেখেছেন, কে তাকে ভিতরে যেতে বাধা দিয়েছে। আমরা এত দিন ধরে প্রতিবাদ করছি এবং সবসময় মানুষকে পথ দিই।'

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'আজ যখন তারা (বিজেপি সাংসদরা) প্রতিবাদ করল, তখন ধাক্কাধাক্কি হল এবং এই "গুন্ডা-গার্দি"। এখন শুধুমাত্র অমিত শাহ জিকে বাঁচানোর জন্য, তারা এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে যে ভাইয়া (রাহুল গান্ধী) কাউকে ঠেলে দিয়েছে। আমার চোখের সামনেই খাড়গে জিকে ধাক্কা মারা হয়েছে। তার পরে একজন সিপিএম সাংসদকে ধাক্কা দেওয়া হয় এবং তিনি খাড়গের জির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এগুলি একটি ষড়যন্ত্র। আমি বিজেপি সাংসদদের "জয় ভীম" স্লোগান দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'

মরিশাস যাচ্ছেন বিদেশ সচিব মিস্রি, এই সফর ৩-দিনের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি শুক্রবার থেকে মরিশাস সফরে যাচ্ছেন, এই সরকারি সফর ৩-দিনের। প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলামের নেতৃত্বে মরিশাসে নতুন সরকার গঠনের পর এই সফরটি ভারত ও মরিশাসের মধ্যে প্রথম উচ্চ-পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে চলেছে। এই সফরটি দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ-স্তরের আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতা এবং ভারত নিজস্ব ভিশন 'সাগর', আফ্রিকা ফরওয়ার্ড নীতি এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতিশ্রুতির অধীনে মরিশাসের সাথে সম্পর্ককে যে অগ্রাধিকার দেয় তা প্রতিফলিত করে।

ভারত এবং মরিশাস বহু পুরনো সম্পর্ক ভাগ করে নেয়, যা ভাগ করা ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই সফরটি মরিশাসের সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ হবে।

ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ রাজ্যসভায়, ইন্ডি জোটের পরাজয়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহেই বিরোধী জোট ইন্ডি-র সাংসদেরা একজোট হয়ে ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন রাজ্যসভায়। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান তথা জেডিইউ সাংসদ হরিবংশ নারায়ণ সিং।

উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ধনখড়কে অপসারিত করার জন্য আনা এই অনাস্থা প্রস্তাবে ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করছেন রাজ্যসভায় ধনখড়ের ডেপুটি হরিবংশ। তা ছাড়া ধনখড়ের সম্মান নষ্টের অভিপ্রায়ে এই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে বলে মনে করছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান।

মুর্শিদাবাদে এসটিএফের জালে ২ যুবক

মুর্শিদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ থেকে অসম এসটিএফের জালে ২ যুবক। যারা বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিনের সদস্য বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা জাল পাসপোর্ট চক্রের সঙ্গে তারা যুক্ত বলে খবর।

বাংলাদেশে ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছে জেহাদি শক্তি! এমন পরিস্থিতিতে বুধবার রাতে বেঙ্গল এসটিএফের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় এই যৌথ অভিযান চালায় অসম এসটিএফ।

সূত্রের খবর, হরিহরপাড়া থেকে মহম্মদ আবাস ও মিনারুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ও একটি পেন ড্রাইভ উদ্ধার হয়। তাদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে ঘটনার বিশদ জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা।

মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুরাধা পড়োয়ালের

রায়পুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইয়ের ঘরে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন পদ্মশ্রী সঙ্গীতশিল্পী অনুরাধা পড়োয়াল।

ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই অনুরাধা পড়োয়ালকে শাল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী দিয়ে এদিন স্বাগত জানান। ছত্তিশগড়ের সংস্কৃতি, লোকশিল্প এবং সঙ্গীত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই ও অনুরাধা পড়োয়ালের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অনুজ শর্মা।

‘অপারেশন প্রঘাত’, ভণ্ডুল জিহাদি নেটওয়ার্ক, অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা থেকে এক বাংলাদেশি সহ গ্রেফতার আট মৌলবাদী

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসাম পুলিশের অভিযানে ভণ্ডুল হয়েছে জিহাদি কার্যকলাপ। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন প্রঘাত’ শীর্ষক অভিযান চালিয়ে এক বাংলাদেশি সহ আট মৌলবাদীকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা পুলিশের সহায়তায় আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর প্রধান আইপিএস ড. পার্থসারথি মহন্তের নেতৃত্বে একটি সমন্বিত অভিযানে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে যুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য জিহাদি মডিউল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ‘অপারেশন প্রঘাত’ নামের ওই অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে এক বাংলাদেশি সহ আটজনকে। রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের শীর্ষ আধিকারিক সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। শীর্ষ আধিকারিক সূত্রটি জানিয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর প্রধান জসিমউদ্দিন রাহমানির সহযোগী মহম্মদ ফারহান ইসরাক পরিচালিত দেশবিরোধী কার্যকলাপের বিষয়ে গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। সূত্রটি জানিয়েছে, মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (৩২) নামের এক বাংলাদেশি নাগরিককে মৌলবাদী জিহাদি মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে এবং স্লিপার সেল গড়ার জন্য চলতি বছরের (২০২৪ সাল) নভেম্বরে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। সাদ রাদি কেরালায় যাওয়ার আগে সমমনোভাবাপন্ন যুবকদের নিয়োগের জন্য অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেছিল। এসটিএফ-প্রধান ড. পার্থসারথি মহন্তের নেতৃত্বে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সহায়তায় ‘অপারেশন প্রঘাত’ নামের অপারেশন পরিচালনা করে আট জিহাদিকে গ্রেফতার করে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে। শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর ‘অপারেশন প্রঘাত’ নামে পরিচালিত দুদিনের অভিযানে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা মহম্মদ সাদ রাদি ওরফে মহম্মদ শাব শেখ (বাংলাদেশি নাগরিক, বৈধ ভ্রমণনথি ছাড়া কেরালায় অবস্থানকারী), পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ থেকে মিনারুল শেখ ও মহম্মদ আব্বাস আলি, অসমের কোকরাঝাড় থেকে নুর ইসলাম মণ্ডল, আব্দুল করিম মণ্ডল, মজিবর রহমান ও হামিদুল ইসলাম এবং অসমের ধুবড়ি থেকে এনামুল হক। ধৃতদের বিরুদ্ধে এসটিএফ আসাম থানায় আর/ডব্লিউ-র ৬১(২)/১৪৭/১৪৮/১৪৯ ধারায় ২১/২০২৪ নম্বরে এবং ১০/১৩/১৬/১৮/১৮বি/২০ ইউএ(পি) পাসপোর্ট আইন ১৯৬৭ এবং আর/ডব্লিউ-র ধারা ১২ (১)(এ) ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, জানিয়েছে সূত্রটি। গ্রেফতারকৃতদের হেফাজত থেকে সন্দেহজনক অ্যাপস, সিম সহ মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ইসলামিক প্রচার সামগ্রী, বাংলাদেশে ইস্যুকৃত পরিচয় নথি, সমালোচনামূলক প্রমাণ সংবলিত পেনড্রাইভ সমেত বেশ কিছু অপরাধমূলক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীগুলির প্রাথমিক তদন্ত করে এসটিএফ-প্রধান ড. পার্থপ্রতিম মহন্তের অনুমান, এই গ্রুপ অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য স্লিপার সেল গড়ার লক্ষ্যে মডিউল তৈরি করেছিল। এরা স্থানীয় পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডের জন্য স্লিপার সেলকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। প্রসঙ্গত, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে নুর ইসলাম মণ্ডল (অসমের কোকরাঝাড় থেকে গ্রেফতার) এর আগে ২০১৫ সালে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এ সদস্য ভরতি অভিযানে কেন্দ্রীয় স্তরে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং ফালাকাটায় অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক বৈঠকে হিন্দু সংগঠনগুলোকে টার্গেট করা এবং অশান্তি উসকে দেওয়ার জন্য ধর্মীয় নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল নুর ইসলাম মণ্ডল। মডিউলটির কার্যক্রম অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য প্রসারিত হয়েছিল, যা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়কে জোর দিয়েছিল।

তবে, এই আটজনকে গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত নেই এসটিএফ, ধৃতদের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংক এবং সহযোগীদের পাকড়াও করতে তাদের নেটওয়ার্কের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে এসটিএফ আসাম। আসাম পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই সন্ত্রাসী সংঘবদ্ধতার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিলুপ্তি নিশ্চিত করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন, জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাইরে নীল সাদা রং, ভিতরে পরিকাঠামোহীন শৌচাগার তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ

দুর্গাপুর,১৯ ডিসেম্বর(হি.স.) : দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার নির্মাণ করার কাজ চলছে। এমনকি ঘন জনবসতি এলাকায় কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ করারও উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ জেলাজুড়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ও স্বচ্ছ ভারত মিশনের তহবিলে বেশ কিছু কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ করে। তার মধ্যে কাঁকসা ব্লকে রয়েছে ১০ টি। যার একটি কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ নং গ্রাম সংসদের অধীনে পানাগড় রেল কলোনী ঝুপড়িপাড়া। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ,ভেতরের কোন কাজ না করে, আগেই নীল সাদা রং করে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেফটি ট্যাঙ্কের কাজও নিম্নমানের হয়েছে।অনুমান, দুর্নীতি হয়েছে। তদন্তের দাবি জানান। ইতিমধ্যে ঘটনায় সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীরা কাঁকসা বিডিও অফিসে অভিযোগ দায়ের করে।।

পানাগড় সেনা ছাউনিতে সন্দেহভাজন এক যুবক ধৃত

দুর্গাপুর,১৯ ডিসেম্বর(হি.স.) : সেনা ছাউনির ভেতর মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ম্যাপিং করার অভিযোগ। আর তাতেই পানাগড় সেনা ছাউনির সেনাদের হাতে ধরা পড়ল এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম নিলেশ যাদব। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে। জানা গেছে, ধৃত নিলেশ যাদব পানাগড় সেনা ছাউনিতে মোবাইল টাওয়ারের কাজের নামে ভেতরে ঢুকেছিল। সেনা ছাউনির ভেতর একাধিক মোবাইলে অ্যাপের মাধ্যমে ম্যাপিং করার সময় সেনাকর্মীদের নজরে পড়ে। তারপরই সেনাকর্মীরা বুদবুদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ আধিকারিক জানান, তার কাছে ৫ টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। আদালতে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ডিমা হাসাও জেলার মোট ৩৪০ জন শিক্ষককে নিয়োগপত্র বিলি সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সহ প্রাদেশিকীকৃত হাইস্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৩৪০ জন শিক্ষককে নিয়োগপত্র প্রদান করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গার্লোসা। আজ বৃহস্পতিবার হাফলং লেকের পাশে অবস্থিত অ্যাম্পি থিয়েটারে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, প্রাদেশিকীকৃত হাইস্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন দেবোলাল গার্লোসা।

সম্মেলন শুরু

● প্রথম পাতার পর

মানিক সরকার, সিপিএম নেতা পবিত্র কর, মানিক দে সহ অন্যানরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএম নেতা পবিত্র কর বলেন, আজ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সিপিআইএমের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা চর্তুথ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম খোয়াই জেলায় সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি তিনদিন ব্যাপী আগরতলা টাউন হলে ২৪তম সিপিআইএমের রাজ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নতুন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আগামীদিনে পার্টির রূপ রেখা নির্ধারন করা হয় এই সম্মেলন থেকে।

করবেন অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

সাথে ছিলেন বরজলা মন্ডল সভাপতি মুকুল রায় সহ বিজেপির কর্ম সমর্থকরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, রাজ্য বিজেপি সদর কার্য্যালয়ে অতিথিশালা সহ পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হবে। ২২ ডিসেম্বর কার্য্যালয়ের শিলান্যাস ও ভূমি পুজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং দলের সকল নেতৃত্ববৃন্দ।

তিনি আরো বলেন, নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে এই কার্য্যালয় থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হলে। দুই বছরের মধ্যে কার্য্যালয়ের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি সকলকে আগামী ২২ ডিসেম্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আহ্বান জানিয়েছেন সভাপতি।

বরজলা মন্ডল সভাপতি মুকুল রায় বলেন, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এই কার্য্যালয়ের কাজ শুরু হওয়ার বিষয়ে দলের কর্মীবৃন্দ খুব আনন্দিত। পাশাপাশি এই কার্য্যালয়ের কাজ দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হবে বলে এই আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

মৃত্যু গৃহবধুর

● প্রথম পাতার পরণ

প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জিবি হাসপাতালে এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, আজ লেম্বুছড়া এলাকার গৃহবধূ রেশমি দেববর্মার(২৬) মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে আসেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে,ওই গৃহবধূ ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে গৃহবধূর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করার পর সে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেয় যায়। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। গৃহবধূ মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

দুই বিজেপি সাংসদ

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে হুমকি দিচ্ছে। তাই এমনটা ঘটেছে...হ্যাঁ, এটা ঘটেছে (মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে)। এটিই প্রবেশদ্বার এবং আমাদের ভিতরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিজেপি সাংসদরা আমাদের ভিতরে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। মূল বিষয় হল, তাঁরা সংবিধানকে আক্রমণ করছে এবং আম্বেদকরজির স্মৃতিকে অপমান করছে।’

বৃহস্পতিবার ধাক্কাধাক্কিতে আহত বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুতের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উভয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উভয় সাংসদকে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে।

এর আগে তাঁদের দেখতে হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও প্রহ্লাদ যোশী। তাঁরাও শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অজয় শুক্লা বলেছেন, ‘আমরা তাঁদের দু”জনকেই (প্রতাপ সারঙ্গি এবং মুকেশ রাজপুত) স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছি। চিকিৎসা শুরু হয়েছে... যেহেতু তাঁদের দু”জনেরই মাথায় আঘাত লেগেছে, তাঁদের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। প্রতাপ সারঙ্গীর প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। মুকেশ রাজপুত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি সচেতন কিন্তু মাথা ঘোরা ও বিপি বেড়ে গেছে।

সংসদে অচলাবস্থা জারিই রয়েছে, বৃহস্পতিবারও তুমুল হইহট্টগোলের সাক্ষী হল গণতন্ত্রের পীঠস্থান। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু”টো পর্য্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যকে ঘিরে হৈচৈ শুরু হলে দুপুর দু”টো পর্য্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ ই.ভি.কে.এস এলানগোভান-কে শোকজ্ঞাপনের পর লোকসভার অধিবেশন দুপুর দু”টো পর্য্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।

বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার বড়দিনের উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি, পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস হচ্ছে এই কার্নিভ্যাল। চলবে ৩০ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দার্জিলিংয়ের বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাই। আমার এখানে আসার কারণ আমি আর্চ বিশপের কথা শুনতে ভালবাসি। আমরা বাংলার মানুষ সব ধর্ম, সংস্কৃতিকে ভালবাসি। বাংলা সকলকে নিয়ে চলে। এটা একটা সুন্দর উৎসব। এটা আমাদের একার কৃতিত্ব নয়। বাংলার মানুষের কৃতিত্ব।

তিনি জানান, ‘২৪ ও ২৫ তারিখ বড়দিন উপলক্ষে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কের রাস্তা কোন গাড়ি চলবে না। এই জায়গা ওয়াকিং স্ট্রিটে পরিণত হবে। এখানে সবাই মজা করুন। খাবার খান।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি মিডনাইট সেলিব্রেশনে যাই। আমি একটা কথা ভালবাসি, ক্রিসমাস মানে ভালবাসা, জয়, শান্তি, একটা ভালো শিক্ষা, একতা। গোটা বিশ্বে আমাদের শুভেচ্ছা রইল।’

তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই উৎসব কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, ‘আমাকে নিমন্ত্রণ করায় আমি খুশি হই। আমি ভাগ্যবান যে আমি এই রাত উদযাপন করার সুযোগ পাই। আমি ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষ্যে একটা গান তৈরি করেছি। গত পরশু আমি করেছি এটা। ইন্দ্রনীল সেন ও শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায় এটা করেছেন।’

‘সুপারনিউমেরারি’ পোস্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার ‘সুপারনিউমেরারি’ পোস্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, “অযোগ্যদের খুঁজে বার না-করে সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করলেন। ওই সময় কেন এটা করলেন? আপনারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হবে না।”

রাজ্যের আইনজীবী বলেন, “ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কোনও নিয়োগ করা হয়নি। হাই কোর্টের অনুমতি ছাড়া নিয়োগ করা যেত না।” প্রসঙ্গত, এসএসসিতে নিয়োগ করতে অনেক অতিরিক্ত পদ (সুপারনিউমেরারি পদ) তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য সরকারই সেই অনুমোদন দিয়েছিল। অভিযোগ, ওই সমস্ত শূন্যপদে অযোগ্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

এদিন সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। দু’দফায় চলে। কলকাতা হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়াই বাতিল করা হবে, না কি যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের আলাদা করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত, তা জানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন সকলেই।

মধ্যপ্রদেশে গর্ভবতী মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু

রাজগড়,১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের রাজগড় কোতোয়ালি থানার অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় হাসপাতালে এক ৩৫ বছর বয়সী গর্ভবতী মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। জানা যায় বুধবার রাতে পারায়ণ চক রাজগড়ের বাসিন্দা প্রতীক শ্রীবাস্তবের স্ত্রী প্রসবের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে যান।তিনি ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

পুলিশ আধিকারিক জানান ,বুধবার রাতে পারায়ণ চক রাজগড়ের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা প্রসবের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে আসেন। কিন্তু যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা যায়নি। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ধান কিনছে সরকার

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এজন্য কৃষকদের অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতিও ভর্তুকি মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় কৃষি বাজার গড়েতোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। কৃষকদের সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষি গুদাম, হিমঘর, কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি বন্যার ফলে কৃষকদের বিরাট ক্ষতি হয়, তখন কৃষি দপ্তর কৃষকদের পাশে দাড়িয়েছে। ফলে এখন ধান ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য পূর্বে এরূপ কর্মসূচি ছিলনা। মূলত: কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য প্রদান করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে তুলতেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে সারা রাজ্যে ৫১টি জায়গায় কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে যখন অন্নদাতারা তাদের উৎপাদিত ধানের সঠিক বাজার মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ২০১০৮-১৯ ইং থেকে রাজ্যে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কেজিঃ প্রতি ১৭.৫০ টাকা হিসাবে ধান কেনার সূচনা করেন।গত পাঁচ-ছয় বছরে তা বেড়ে, চলতি রবি মরশুমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ টাকা প্রতি কেজি। রাজ্যের খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর তথা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অন্নদাতাদের জন্য এই পরিকল্পনা রাজ্য কৃষিতে এক নূতন দিগন্ত বলা যেতে পারে।সূচনা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ১১ হাজার ১শত ৬৬ মেঃ টন ধান ক্রয় করা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ৪১২ কোটি ১১ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ২৪টাকা, যা কৃষকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হয়েছে, এবং মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭শত ৭০ জন অন্নদাতা এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হয়েছেন।রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার মতো জিরাণীয়া কৃষি মহকুমাতেও চলছে উন্নয়নের জোয়ার। সরকারের এই ইতিবাচক ও কৃষিমুখী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে কৃষককুল অঙ্গীকার বদ্ধ এবং রাজ্য সরকারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিগত কয়েক বছরে, এই মহকুমায় মোট ৭ হাজার ৪শত ১৩ মেঃ টন ধান ক্রয় করা হয়েছে, যেখানে ৪হাজার ১ শত ৭৯জন কৃষক সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং প্রায় ১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪ শত ৫০ টাকা সরকারি ব্যাঙ্ক একাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছে, যা রাজ্য কৃষিতে এক দিগন্তকারী ঘটনা।

অনুষ্ঠানে ছয়জন কৃষককে পুষ্পস্তবক ও শালের চাদর দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা, অধিকর্তা এগ্রি মার্কেটিং দীপক কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পার্থ সারথী সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ২০ জন কৃষককে সরকারি ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়। তাছাড়া দুইজন কৃষককে পুকুর খননের জন্য অনুমোদনপত্রও তুলে দেওয়া হয়। আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস।

চৌরঙ্গীর মোড়েই চিকিৎসকদের ধর্নায় বসার অনুমতি হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): চৌরঙ্গীর মোড়েই চিকিৎসকদের ধর্নায় বসার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসতে পারবেন ডাক্তারেরা। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরামকে ধর্নার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। পুলিশের কাছে অনুমতি না পেয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা ধর্না চালিয়ে যেতে পারবেন। হাই কোর্ট জানিয়েছে, কিছু শর্ত মানতে হবে ডাক্তারদের। ২০০-র বেশি লোক নিয়ে ধর্না কর্মসূচি করা যাবে না। আর জি কর কাণ্ডে দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে, সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের প্রতিবাদে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। পুলিশের তরফে অনুমতি না পাওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল চিকিৎসকদের সংগঠন। এদিন আদালত জানিয়েছে, ওয়াই চ্যানেলে ধর্না অবস্থান করতে পারবে চিকিৎসক সংগঠন। অবস্থানে সর্বোচ্চ ২০০ জন উপস্থিত থাকতে পারবেন। ধর্নার জন্য আরও কিছু শর্ত মানতে হবে চিকিৎসকদের। তবে বৃহস্পতিবার সব শর্ত জানানো হয়নি। বিচারপতি জানিয়েছেন, চিকিৎসকদের দাবিগুলি রাজ্যকে জানাতে হবে। কোন দাবিতে কী আপত্তি, তা আদালতে জানাবে রাজ্য। সেই অনুযায়ী বিবেচনা করে শুক্রবার আদালত ধর্নার বাকি শর্ত জানাবে। চিকিৎসকদের ওই সংগঠন ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্নায় বসতে চেয়েছিল। কিন্তু আদালতে মামলার কারণে দেরি হয়েছে। অনুমতি মেলার পর ২০ থেকে ২৬ ডিসেম্বর কর্মসূচি হবে। অর্থাৎ, ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনেও ধর্না চলবে।

৪০০ বস্তা রেশনের চাল পাচারের চেষ্টা বানচাল, গ্রেফতার দুই

হুগলি, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স) : হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার ভান্ডারহাটি এলাকায় ফিড রোডে নাকা চেকিং করার সময়, পুলিশ পরিমাণে রেশনের চাল উদ্ধার করেছে। দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের নাম সঞ্জয় দুলে ও কার্তিক দুলে। দুজনেই বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা। জানা গেছে, পুলিশ ৪০০ বস্তা রেশন চালসহ একটি ট্রাক আটক করেছে এবং ট্রাকের চালক ও হেল্পারকেও আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, চালের বস্তাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নাম ও সিল ছাপা ছিল। চাল কোথায় যাচ্ছে এবং কোথা থেকে আনা হচ্ছে সে বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে না পারায় চালক ও হেল্পারকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে।

মৃত্যু আটক চালক

● প্রথম পাতার পর

জানায় তাঁর পরিবারের লোকজন। এদিকে, ঘাতক গাড়ি সহ চালককে আটক করেছে স্থানীয় জনগণ। বর্তমানে গাড়ি ও চালক রানীর বাজার থানার হেফাজতে রয়েছে।

আসবেন অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান অমিত শাহ, সাথে উপস্থিত থাকবেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া এবং প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এই অধিবেশনে দুই এনইসি সদস্য, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের রাজ্যপালগণ, মুখ্যমন্ত্রীগণ, মুখ্য সচিবগণ এবং পরিকল্পনা সচিবদের পাশাপাশি উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে এই অধিবেশন কৌশলগত আলোচনার সম্মিলন হয়ে উঠবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের জন্য আগরতলাকে বেছে নেওয়ার পেছনে আঞ্চলিক উন্নয়নে এই রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরে। ঐতিহাসিকভাবে, এনইসি-র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলি মূলত শিলং এবং গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে, আগরতলাকে বেছে নেবার পেছনে এনইসি-র প্রসারতা ও গতিশীল প্রকৃতি এবং এই অঞ্চলের সমস্ত প্রান্তে বিকাশকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে তার অঙ্গীকারকেও তুলে ধরে।

এনইসি-র সচিব অংশুমান দে এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের গুরুত্ব এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে এনইসি-র ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করেন, যেখানে এই অঞ্চলকে ”অষ্টলক্ষ্মী” হিসাবে উদযাপন করা হয় - এখানে ”অষ্টলক্ষ্মী” হলো অপরিসীম সম্ভাবনা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রতীক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এনইসি-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে, এক উপদেষ্টামূলক সংস্থা থেকে মূল আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। তথাপি, এর মূল লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে, যা হলো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং বর্ধিত যোগাযোগ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের সমতা নিশ্চিত করা।

এনইসি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শিলং-এ এর উদ্বোধন করেন ১৯৭২ সালে। এই মাইলফলকটি এই অঞ্চলের পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ২০০২ সালে সিকিমের অন্তর্ভুক্তি এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা হিসাবে এর পদবি প্রাপ্তি সহ পর্ষদের রূপান্তর হওয়া, এর সম্প্রসারিত লক্ষ্য এবং ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। গত কয়েক দশক ধরে এনইসি-র উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে ১১,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক নির্মাণ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিমানবন্দরের পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন করার কাজ। এনইসি-র উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (আরআইএমএস) এবং নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার কর্পোরেশন (নিপকো)-এর মতো আরো অনেক মৌলিক প্রতিষ্ঠান।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার জন্য এনইসি-র যে গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় ভূমিকা রয়েছে তা স্পষ্ট হয় পিএম-ডিভাইন প্রকল্পের প্রবর্তন সহ চলতি পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে। ৭২ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সন্নিকটে আসার সাথে সাথে, এই অঞ্চলের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এনইসি-র অব্যাহত প্রচেষ্টার উপর সর্বাধিক নজর পড়ছে।

অধিবেশনের এই প্রাক মুহূর্তে সকল প্রস্তুতির সাথে উচ্চ প্রত্যাশার সঙ্গে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের যাত্রায় একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এদিকে, প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এনইসি প্লেনারি বৈঠক। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। এজন্য রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলা শহর এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রায়াল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এনইসি”র প্ল্যানারি বৈঠককে কেন্দ্র করে অতিথিদের জন্য কড়া নিরাপত্তায় ঢেকে দেওয়া হচ্ছে শহর আগরতলাকে। অতিথিশালা থেকে শুরু করে প্রজ্ঞা ভবন সহ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্র আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও নিরাপত্তা কর্মীদের নজরদারি ও টহল বাড়ানো হয়েছে। নিরাপত্তায় যাতে কোন ধরনের ঘাটতি না থাকে সেদিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এজন্য ট্রায়াল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান

ডিআইজি অমিতাভ রঞ্জন। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঘিরে গোটা রাজ্যে ১০ হাজার থেকে বেশি নিরাপত্তারক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে। আগরতলা শহর এলাকার সব থেকে বেশি নিরাপত্তারক্ষীরা মোতায়েন রয়েছে। যেসব জায়গায় বৈঠক রয়েছে সেই সকল জায়গা কে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রায়াল ও সম্পন্ন হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 12/20/2024, 12:54 AM

খেলাধুলা

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্টেট লেভেল খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্টেট লেভেল খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য টিংকু রায়, সম্মানীয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি ঝর্না দেববর্মা, প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি জয়ন্তী দেববর্মা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সেক্রেটারি সুকান্ত ঘোষ, কম্পোজিট রিজিওউনাল সেন্টারের অধিকর্তা অমিত কুমার কাচ্ছপ প্রমুখ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম খেলোয়াড়দের মধ্যে ১২ থেকে ১৯ বছর, বালকদের বিভাগে শট পুটে টুয়েলভ কুমার ত্রিপুরা প্রথম, সাগর দাস দ্বিতীয়, কুঠিরাজ রিয়াং তৃতীয়, বালিকা বিভাগে রিম্পি তেলেঙ্গা প্রথম, পূরবী আচার্য দ্বিতীয়, নবনীতা মোদক তৃতীয়, স্ট্যান্ডিং ব্রড জাম্পে বালিকা বিভাগে রেশমি সিংহ প্রথম, রিয়া রক্ষিত দ্বিতীয়, সুস্মিতা সরকার তৃতীয়। ১৯ বছরের অধিক বালকদের বিভাগে শট পুটে চিরঞ্জিত মজুমদার, হরিজুল ইসলাম, মৃন্ময় চক্রবর্তী; মহিলা বিভাগে অঞ্জু বালা দাস, কাঞ্চনা নমঃশূদ্র, চুমকি বিশ্বাস; স্ট্যান্ডিং ব্রড জাম্পে মঞ্জিত বিশ্বাস, সুব্রত সরকার, বিশ্বজিৎ সিংহ; বালকদের ৫০ মিটার দৌড়ে শুভজিৎ দাস, জয়দীপ ভৌমিক, সাহিল বনিক, বালিকা বিভাগে ভাগ্যশ্রী মন্ডল, সোমিয়া আক্তার, সালকা দেববর্মা। ১৯ বছরের অধিক পুরুষ বিভাগে নয়ন দেবনাথ, বুধিচরণ রাঙখল, অভিজিৎ দাস; মহিলা বিভাগে মল্লিকা দাস, পায়েল দাস, জুই উরিয়া; ৫০ মিটার দৌড়ে সাগর দেব, সানি নমঃশূদ্র, অভয় সাহা; বালিকা বিভাগে সুস্মিতা দাস, রিপা বেগম, যজ্ঞশ্রী আচার্য। শট পুটে হৃদয় নাথ, সানি নমঃশূদ্র, বর্ণ দেব। দলগত ইভেন্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ জোন চ্যাম্পিয়ন, উত্তর জোন দল রানার্সআপ, ফুটবলে ঊনকোটি জেলা দল চ্যাম্পিয়ন, দক্ষিণ জেলা দল রানার্স আপ। টাগ অফ ওয়ার-এ ঊনকোটি জেলা চ্যাম্পিয়ন, ধলাই জেলা রানার্সআপ পুরস্কার পেয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বিবেকানন্দ জন্ম জয়ন্তীতে প্রাইজমানি দাবা ও যোগাসন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতি বছরের মত এবারেও বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে প্রাইজমানি দাবা ও বয়স ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর সাথে শিশুদের বসে আঁকো, যেমন খুশী সাজো, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর সাথে রয়েছে মেগা হেলথ ক্যাম্প। আগামী ৫ জানুয়ারী থেকে ১২ জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান গুলি হবে। ইতিমধ্যেই বিস্তারিত সূচী চূড়ান্ত হয়েছে। ৫ জানুয়ারী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ৫ থেকে ৮ বছর (সময় বিকাল ২টা থেকে ৩টা) ও ৮ থেকে ১২ বছর (সময় বিকাল ৩টা ১৫ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট)। ৮ জানুয়ারী মেগা হেল ক্যাম্প। ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, জেনারেল হেল চেকআপ সহ বিনামূল্যে অষুধ বিতরণ। ৯ জানুয়ারী সকাল ৯টায় সাংবাদিকদের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। (এডি নগর স্কুল মাঠ)। ১০ জানুয়ারী সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট। উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতা (প্রথম দিনে তিন রাউন্ড), বিকাল ৪টায় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা (৫ থেকে ৮ ও ৮ থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত দুই বিভাগে), সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে মহিলা কমিশনের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় শিশুদের আবৃতি, সঙ্গীত ও নৃত্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১১ জানুয়ারী সকাল ৯টা ৩০ মিনিট উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতা (দ্বিতীয় দিনে দুই রাউন্ড), সকাল ১০টায় বালক ও বালিকা বিভাগে যোগাসন প্রতিযোগিতা। (৫ থেকে ৮ ও ৮ থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত দুই বিভাগে)। বিকাল ৫টায় যেমন খুশী সাজ প্রতিযোগিতা। (৫ থেকে ৮ ও ৮ থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত দুই বিভাগে)। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে পুতুল নাচ এবং মূকাভিনয় প্রদর্শনী। ১২ জানুয়ারী সকাল ১০টায় শিশুদের ক্রীড়ানুষ্ঠান। (৫ থেকে ৮ ও ৮ থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত দুই বিভাগে)। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে ফায়ার সেফটি"র অনুষ্ঠান। দুপুর ১২টায় ক্লাব সদস্য/সদস্যা ও এলাকাবাসীদের ফানগেম। বিকাল ৫টায় সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও বস্ত্র বিতরণ। সন্ধ্যা ৭টায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সাংস্কৃতিক দলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আজ থেকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৮:৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ক্লাবে এন্ট্রি ফর্ম বিলি ও জমা নেয়া হবে। উৎসাহীদের নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাব থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী কমিটির কনভেনার প্রশান্ত ভৌমিক এখবর জানান।

ব্রাজিলের ফুটবল সংস্থার সভাপতির দৌড়ে রোনাল্ডো

কনফেডারেশন অফ ব্রাজিল ফুটবলের (সিবিএফ) সভাপতির দৌড়ে রোনাল্ডো। প্রাক্তন স্ট্রাইকার তাঁর দেশের ফুটবলকে আবার শীর্ষে নিয়ে যেতে চান। কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, ফেডারেশনের নির্বাচনে লড়াই করতে পারেন রোনাল্ডো। তিনি নিজেই সেই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন।

২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে সিবিএফের সভাপতি পদে নির্বাচন হওয়ার কথা। রোনাল্ডো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করায় ব্রাজিলের ফুটবলে তৈরি হয়েছে নতুন উন্মাদনা। প্রার্থী হওয়ার জন্য রোনাল্ডোর প্রয়োজন ব্রাজিলের চারটি আঞ্চলিক ফুটবল সংস্থা এবং চারটি ক্লাবের সমর্থন। প্রয়োজনীয় সমর্থনের জন্য দেশের সর্বত্র যাওয়ার কথা জানিয়েছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সব আঞ্চলিক ফুটবল সংস্থা এবং ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।

অবসর নেওয়ার পরও নিজেকে ফুটবলের সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছেন রোনাল্ডো।

একাধিক ক্লাবের মালিকানা কিনেছেন তিনি। তবে ব্রাজিলের ক্লাব ক্রুইজেইরোর মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন।

স্পেনের একটি ক্লাবের মালিকানাও ছাড়তে চান বলে খবর। আপাতত রোনাল্ডোর প্রধান লক্ষ্য সিবিএফের নির্বাচনে জয়। ব্রাজিলের ফুটবলের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চান তিনি।

২০০২ সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক সমাজমাধ্যমে বলেছেন, "আমার ভাবনায় অনেক কিছু রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হল ব্রাজিলের ফুটবলকে আবার বিশ্বের সেরা করে তোলা।

অনেকেই আমাকে আবার ফুটবলে ফেরার অনুরোধ করেন। হাল ধরার কথা বলেন। কারণ আমাদের জাতীয় দল খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। মাঠ এবং মাঠের বাইরে সব কিছু ঠিক মতো হচ্ছে না।" সভাপতি হতে পারলে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে প্রাক্তন ফুটবলারদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন প্রাক্তন অধিনায়ক।

রোনাল্ডো বলেছেন, "আমার কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে প্রাক্তন ফুটবলার এবং ব্রাজিলের ফুটবল নায়কদের মতামত শোনা। প্রাক্তনদের ফুটবল প্রশাসনের সামনের সারিতে নিয়ে আসতে চাই। লক্ষ্য থাকবে সিবিএফকে দেশের জনপ্রিয়তম প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।" সিবিএফের বর্তমান সভাপতি এনদালদোর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালের মার্চে। তার এক বছর আগে শুরু হয়ে যাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া। নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি এখনও।

বিতর্ক এড়াতে এনসিএ-র কোর্টে বল ঠেললেন রোহিত

চোট থেকে সুস্থ হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত বল করেছেন। কিন্তু মহম্মদ শামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়া অনিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। শামি কবে অস্ট্রেলিয়া যাবেন, সেই ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেই ট্রেনিং করবেন তিনি।

চোট কাটিয়ে ফিরে এসে রনজিতে বল করেছেন। তার পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলছেন শামি। তিনি টেস্টের দীর্ঘ স্পেলের ধকল সামলাতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের সদুত্তর মেলেনি। সেই সঙ্গে উঠে আসছে আরেকটি প্রসঙ্গও। দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে এবং অস্ট্রেলিয়ায় শামির খেলা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন রোহিত। তাঁর এই মন্তব্যে বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন শামি।

গাব্বা টেস্ট শেষেও তাঁকে নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত শর্মা। এবার তিনি দায় ঠেললেন এনসিএ-র ঘাড়ে। তাঁর বক্তব্য, "আমার মতে এবার এনসিএ-র কারওর উচিত শামিকে নিয়ে সামনে এসে কথা বলা। শামি তো জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছে। ওদেরই উচিত সামনে এসে আমাদের তথ্য দেওয়া। আমি বুঝতে পারছি যে, শামি ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলছে। কিন্তু ওর গোড়ালির চোট নিয়েও অনেক অভিযোগ আছে। আমরা চাই না কেউ এখানে আসার পর চোটের জন্য মাঝপথে ছিটকে যাক।"

এই প্রথম নয়, এর আগেও শামির ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রোহিত। এমনকী অ্যাডিলেডে টেস্টের পর তিনি বলেছিলেন, শামির গোড়ালি ফুলেছে। এবারও ফের সেই চোট নিয়ে 'অভিযোগ'-এর কথা ফিরিয়ে আনলেন তিনি। তার সঙ্গে বললেন, "আমরা শামিকে নিয়ে ১০০ শতাংশ নয়, ২০০ শতাংশ নিশ্চিত হতে চাই।

যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। আমি আগেও সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছি, আবারও বলছি, শামির জন্য দরজা খোলা রয়েছে। যদি এনসিএ-র লোকেরা বলে যে, ও সম্পূর্ণ সুস্থ, এবার খেলতে পারে। তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।" তাহলে কি বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষ দুটি টেস্টে দেখা যাবে শামিকে? রোহিত কিন্তু ধোঁয়াশা রেখে দিলেন।

বোল্ড হয়েও আউট হলেন না ব্যাটার, রক্ষা অদ্ভুত ভাবে

ক্রিকেটকে বলা হয় মহান অনিশ্চয়তার খেলা। মাঝে মাঝেই সে নিজের অনিশ্চয়তার চরিত্রের জানান দেয়। তেমনই এক ঘটনা ঘটল বিগ ক্রিকেট লিগে এমপি টাইগার্স এবং ইউপি ব্রিজ স্টার্স ম্যাচে।

ব্যাট করছিলেন ইউপি ব্রিজ স্টার্সের অধিনায়ক চিরাগ গান্ধী। বোলার ছিলেন এমপি টাইগার্সের পবন নেগি। ভালই খেলছিলেন চিরাগ। তবে পবনের একটি বলে পরাস্ত হন তিনি। বোলার 'নো' বলও করেননি। বল লাগে অফ স্টাম্পে। তবু আউট হননি ব্যাটার। বলের আঘাতে অফ স্টাম্প হেলে পড়ে মিডল স্টাম্পের উপর। কিন্তু উইকেটের উপরে থাকা বেল পড়েনি মাটিতে। একটি বেল অফ স্টাম্প এবং মিডল স্টাম্পের উপরেই থেকে যায়। অন্য বেলটি মিডল স্টাম্প এবং লেগ স্টাম্পের উপর স্বাভাবিক অবস্থাতেই থেকে যায়।

টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ সদর ক্রিকেট শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরু শুক্রবার থেকে। সদর অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেট দিয়ে এবছর মরশুম শুরু করতে চলেছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। উদ্বোধনী দিনে আজ দুটি ম্যাচ। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ব্লাডমাউথ কোচিং সেন্টার খেলবে মৌচাক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং আম্বেদকর স্কুল মাঠে মডার্ণ ক্রিকেট আকাদেমি খেলবে এন এস আর সি সি-র বিরুদ্ধে। চার দলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। উদ্বোধনী ম্যাচে ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে মৌচাক কোচিং সেন্টার এবং এন এস আর সি সি। তবে ২২ গজে দুরন্ত লড়াই ছুড়ে দিতে প্রস্তুত ব্লাডমাউথ এবং মডার্ণের খুদে ক্রিকেটাররা। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ১৯ টি দল। তাদের দুটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। " এ " গ্রুপে রয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টার, এন এস আর সি সি, জি বি প্লে সেন্টার, ক্রিকেট অনুরাগী, মডান ক্রিকেট একাডেমি, মৌচাক কোচিং সেন্টার, কর্নেল কোচিং সেন্টার, ব্লাড মাউথ কোচিং সেন্টার এবং বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। " বি " গ্রুপে রয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার, এ ডি নগর প্লে সেন্টার, এগিয়ে চলো সংঘ, তরুণ সংঘ, জুয়েলস কোচিং সেন্টার, শতদল সংঘ, দশমিঘাট কোচিং সেন্টার এবং পোলস্টার ক্লাব। প্রতি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল কোয়াটার ফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করবে। ১১ জানুয়ারি হবে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ১৩ই জানুয়ারি এবং ফাইনাল ম্যাচ হবে ১৬ জানুয়ারি।

সৌদি আরবে বিশ্বকাপ ফুটবলে পাওয়া যাবে না মদ

গত ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছিল কাতারে। সেখানে আবগারি আইন শিথিল করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা শুরুর দু'দিন আগে কাতারের রাজ পরিবার জানিয়েছিল কিছু কিছু জায়গায় মদ পাওয়া যাবে। বিদেশি পর্যটকেরা সেখান থেকে মদ কিনতে পারবে। কিন্তু সৌদি আরব তেমনটা করতে রাজি নয়। ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে তারা।

১৯৫২ সাল থেকে সৌদি আরবে মদ নিষিদ্ধ। বিদেশিরাও সেখানে মদ কিনতে বা খেতে পারেন না। নিয়ম অমান্য করলে জরিমানা হয়, জেলও হতে পারে। আগে বেত মারা হত। এখন তা হয় না। তার বদলে জেলে ঢোকানো হয়। যে কারণে আরবে ফুটবল বিশ্বকাপ হবে শুনে আশঙ্কা তৈরি হয় আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলির সমর্থকদের। এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, "সৌদি আরব আবগারি আইন শিথিল করবে না। ফিফাও তাদের কোনও রকম আবেদন করবে না বলেই জানা গিয়েছে। ম্যাচের মাঝে বিয়ার বিক্রি করা হবে না বলেই জানা গিয়েছে।"

সৌদিতে কোনও বড় হোটেলেও মদ বিক্রি করা হয় না। এই বছর জানুয়ারিতে একটি মদের দোকান খুলেছে। সেখানে অমুসলিম মানুষেরা মদ কিনতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট মাপের বেশি মদ কেনা যায় না সেখানে। ওই দোকানের কাছাকাছি থাকা মানুষেরা বলেন, "দেশ যে এই ধরনের কাজ করতে অনুমতি দিচ্ছে, সেটা খুবই ভয়ের।"

সৌদি আরবে ফুটবল বিশ্বকাপ হবে ১০ বছর পর। তখন নিয়ম বদলাবে কি না তা বলা মুশকিল। কাতারে যেমন বিশ্বকাপ শুরুর দু'দিন আগে আবগারি আইন শিথিল করা হয়েছিল।

বরোদায় অনূর্ধ-২৩ একদিবসীয় ক্রিকেটে ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় টানা পরাজয় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা - ১৪২ | **গুজরাট - ১৪৩/৫**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা পরাজয়ের শিকার হলো ত্রিপুরা। প্রথম দুই ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই করলেও বৃহস্পতিবার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় গুজরাটের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হলো ত্রিপুরার। বরোদার দর্শন স্পোর্টস এন্ড একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৫ উইকেটে। ত্রিপুরার গড়া ১৪২ রানের জবাবে গুজরাট ২২.৩ ওভার বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে গুজরাটের অধিনায়ক ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরু থেকেই ত্রিপুরার ইনিংস ছিল নড়বড়ে। উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি ত্রিপুরার কোনও ব্যাটসম্যান। শেষ পর্য্যন্ত ৪৪.৪ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মন ৪৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, আনন্দ ভৌমিক ৫১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, সেন্টু সরকার ৩৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, আরমান হোসেন ২৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, স্বরব শাহানি ৩৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯(অপরাজিত) এবং তন্ময় দাস ৩৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন।

গুজরাটের পক্ষে জয় মালুসারে ২৪ রানে ৩ টি, এস এম প্রজাপতি ২৬ রানে এবং এ আর দেশাই ৪০ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে গুজরাট ২৭.৫ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ইনিংয়ের শুরুতেই ঋষি প্যাটেলকে হারানোর পর দলের হয়ে রুখে দাঁড়ান আশুতোষ প্যাটেল এবং রুদ্র প্যাটেল। ওই জুটি করা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটি ৯৩ বল খেলে ৭৭ রান যোগ করেন। আশুতো ষ ৪৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৪৪ এবং রুদ্র ৭৭ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করেন। এরপর কৃষ অমিত গুপ্ত ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫ এবং আহান পোদ্দার ১০ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী ৪৮ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। ২১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা চতুর্থ ম্যাচ খেলবে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

সিরিজের মাঝপথে অবসর, অশ্বিনের 'টাইমিংয়ে' ক্ষুব্ধ গাভাসকর

: রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অবসরে গোটা ক্রিকেট সমাজ যখন স্তম্ভিত, যখন দেশ-বিদেশের ক্রিকেট মহাতারকারা ঘটনার আকস্মিকতায় আবেগী হয়ে পড়ছেন, তখন সুনীল মনোহর গাভাসকর ঈষৎ বিরক্তই। গাভাসকর বিরক্ত, অশ্বিনের অবসরের 'টাইমিং' নিয়ে। সিরিজের মাঝপথে অবসর কেন? অশ্বিনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গাভাসকর। আসলে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের মাঝখানে ভারতীয় অফস্পিনারকে অবসর নিতে দেখে পছন্দ হয়নি গাভাসকরের। লিটল মাস্টার বলে দিচ্ছেন, এভাবে সিরিজের মাঝপথে দল না ছেড়ে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল 'অ্যাশে'র। গাভাসকর সম্প্রচারকারী সংস্থায় বলে দিয়েছেন, "অশ্বিন বলতে পারত যে, শোনো এই সিরিজ শেষ হলে আমি আর ভারতের হয়ে খেলব না। এতে কী হয়, টিমের একজন প্লেয়ার কমে যায়। আসলে নির্বাচক কমিটি অনেক ভেবেচিন্তে একটা সফরের দল নির্বাচন করে। "

গাভাসকর মনে করছেন, সিডনিতে অশ্বিনের দরকার পড়তে পারতে ভারতীয় দলের। তিনি বলছেন, "সিডনিতে স্পিনাররা পিচ থেকে ভালোমতো সাহায্য পেয়ে থাকে। ভারত দু'জন স্পিনার নিয়ে খেলতেই পারে। কে বলতে পারে, অশ্বিন সেখানে খেলত না? সাধারণত সকলেই সিরিজের শেষে অবসর নিয়ে থাকেন। এভাবে মাঝপথে অবসর নেওয়াটা অস্বাভাবিক।" ২০১৪-১৫ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মাঝপথে এভাবেই অবসর নেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাহির সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন গাভাসকর।

দরকার না হলে আমাকে ছেড়ে দাও। রোহিত শর্মা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতেই স্পষ্ট এই কথা জানিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কিন্তু অধিনায়কের অনুরোধেই কিছুটা দেরি করে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তারকা স্পিনার। রোহিতের নিজের কথাতেই সে কথা জানা গিয়েছে। তাতেই আরও জোরালো হচ্ছে গাভাসকরের প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়ায় যেতেই চাননি অশ্বিন, সরতে চেয়েছিলেন আরও আগেই

বুধবার ব্রিসবেন টেস্টের শেষ দিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে এসে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই ছিল না অশ্বিনের। সেই মনোভাব সিরিজ শুরুর আগেই রোহিতকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে শুধু অ্যাডিলেডে খেলেছেন অশ্বিন। তাঁর অবসরের পরে প্রকাশ্যে এসেছে নতুন তথ্য। জানা গিয়েছে, নিউ জিল্যান্ড সিরিজের পরেই অশ্বিনের মাথায় অবসরের ভাবনা ঘুরছিল। ২০১২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে অপরাজিত ছিল ভারত। নিউ জিল্যান্ডের কাছে তারা চুনকাম হয়।

তার পরে অশ্বিন দল পরিচালন সমিতিকে সাফ জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা নিশ্চিত না থাকলে তিনি যেতে চান না। যদি তাঁকে দলে না নেওয়া হয় তা হলে তিনি তখনই অবসর নেবেন। রোহিতকে অশ্বিন বলেছিলেন, "যদি সিরিজে আমার কোনও প্রয়োজন না থেকে থাকে, তা হলে এখনই খেলাকে বিদায় জানাতে আমি তৈরি।"

অশ্বিনকে দলে নেওয়া হয়। তবে পার্থ টেস্টে জায়গা পাননি। তখনই অবসর নিতে চেয়েছিলেন। রোহিত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান। অ্যাডিলেডে সুযোগ পেলেও ব্রিসবেনে আবার বাদ পড়েন অশ্বিন। তখনই খেলা ছাড়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেন। এটাও জানা গিয়েছে, সিডনির পিচ স্পিনারদের সহায়তা করলেও সেখানে অশ্বিনের খেলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। বৃহস্পতিবার ভোরেই ব্রিসবেন ছেড়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন অশ্বিন। হাতে সময় না থাকায় অশ্বিনের জন্য আলাদা করে কোনও নৈশভোজ বা বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করা যায়নি। তবে দলের এক সূত্র বলেছেন, "যাওয়ার আগে প্রত্যেকে ওকে নিয়ে ভাল কথা বলেছে। বিদায়ের মুহূর্তে আবেগ দেখা গিয়েছে সকলের মধ্যেই। সময়ের অভাবে দলের তরফে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়নি।"

বুধবার অশ্বিন-প্রসঙ্গে রোহিত বলেছিলেন, "পার্থে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েই আমি অশ্বিনের অবসরের কথা জানতে পারি। ও জানত, দলের পরিকল্পনা কী, প্রথম একাদশে কাদের খেলানোর পরিকল্পনা হচ্ছে। ওর বক্তব্য ছিল, 'যদি আমাকে দরকার না-হয় তা হলে সরে যাওয়াই ভাল।' কিন্তু আমি জানতাম অ্যাডিলেডে আমাদের ওকে দরকার। তাই আমি ওকে গোলাপি বলের টেস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।"

যদিও সিরিজের মাঝপথে অশ্বিনের অবসরের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি সুনীল গাওস্কর। তিনি বলেছিলেন, "অশ্বিন বলতে পারত যে, এই সিরিজের পর আর ভারতের হয়ে খেলব না। ২০১৪-১৫ মরসুমে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এই রকম করেছিল। তৃতীয় টেস্টের পর অবসর নিয়েছিল। সিরিজের মাঝখানে সরে দাঁড়ালে দলে এক জন ক্রিকেটার কমে যায়। নির্বাচকেরা তো সফরে একটা পরিকল্পনা করে দল পাঠিয়েছেন। কেউ চোট পেলে রিজার্ভ থেকে কাউকে দলে নেওয়া যায়। সিডনিতে স্পিনারেরা সাহায্য পায়। সেখানে ভারত দু'জন স্পিনার খেলানোর কথা ভাবতেই পারে। সেখানে অশ্বিন খেলার সুযোগ পেতেই পারত। জানি না যদিও মেলবোর্নের পিচ কেমন হবে। কিন্তু সিরিজের শেষে অবসর নেয় ক্রিকেটারেরা। সিরিজের মাঝে অবসর নেওয়াটা সচরাচর দেখা যায় না।"

হেডের কুঁচকিতে চোট! চতুর্থ টেস্টে খেলতে পারবেন?

ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হওয়ার পরেই অস্ট্রেলিয়া শিবিরে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল ট্রেভিস হেডের চোট। তাঁর কুঁচকিতে চোট লেগেছে বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি নিজেই চিন্তা দূর করে দিলেন। জানালেন চতুর্থ টেস্টে খেলবেন।

হেড বরাবর রোহিত শর্মাদের মাথাব্যথার কারণ। টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হোক বা এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল ভারতকে হারতে হয়েছে হেডের কাছেই। চলতি সিরিজেও ফর্মে রয়েছেন তিনি। গোলাপি বলের টেস্টে শতরান করেছেন। ব্রিসবেনেও শতরান করেছেন। তাঁর মতো এক জন ক্রিকেটার চতুর্থ টেস্টে না খেললে রোহিতদের চিন্তা একটু কমত। কিন্তু তা হচ্ছে না। ম্যাচের সেরা হয়ে চোট সম্পর্কে হেড বলেন, "এই মুহূর্তে যে ভাবে ব্যাট করছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। একটু ব্যথা আছে, তবে আমি ঠিক আছি।"

কয়েক দিন ধরেই কুঁচকির চোট নিয়ে ভুগছেন হেড। প্রথম ইনিংসে ১৫২ রান করা ব্যাটার দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ বলে ১৭ রান করেন। মহম্মদ সিরাজের বাউন্সারে আউট হন তিনি। তবে ইতিমধ্যেই চলতি সিরিজে ৪০৯ রান করা হেড ফর্মে রয়েছেন তা স্পষ্ট। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ফিল্ডিং করতে না নামায় চোট নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়। যা উড়িয়ে দিয়েছেন হেড।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলায় ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্মেলন।

দয়াল হরিণ চার দিনের পুলিশরে রিমান্ড মঞ্জুর

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : আজ আদালতে দয়ালহরি দেবনাথের ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। শাসকদলীয় বিধায়ক সহ দলকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে উদয়পুর আদালতে পেশ করেছিল আর.কে.পুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গতকাল কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দয়ালহরি দেবনাথকে উদয়পুর আদালতে পেশ করেছিল আর.কে.পুর থানার পুলিশ। সামাজিক মাধ্যমে শাসকদলীয় বিধায়ক সহ দলকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।পুলিশ আধিকারিকরা জানায়, দয়ালহরি দেবনাথ সামাজিক মাধ্যমে শাসকদলীয় বিধায়ক সহ দলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একাধিক অপপ্রচার চালিয়েছিল। পাশাপাশি শাসকদলীয় নেতাদের থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে দুই বিজেপি কর্মী আর.কে.পুর থানায় মামলা দায়ের করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গতকাল আর.কে.পুর থানার পুলিশ ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে দয়ালহরিকে আদালতে সোপর্দ করেছিল। আজ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত, উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির পর আদালত দয়ালহরির ৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে: প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব জিএমপি। আজ কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার তুইমধু জোনাল অফিসে জিএমপি তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মিছিল করে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
এদিনের মিছিলটি চাকমাঘাট মুক্ত মঞ্চের সামনে থেকে মিছিল করে সাব জোনাল অফিসের সামনে যায় এবং সেখানে হয় এক সভা। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জি এম পি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নরেশ জমাতিয়া, জি এম পি কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, জিএমপি তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক অরুন দেববর্মা এবং সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা সম্পাদক সুভাষ নাথ।
সেখান থেকেই পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল তথা জিএমপি তেলিয়ামুড়া মহকুমা সদস্য ধনঞ্জয় দেববর্মা অঞ্জলি দেববর্মা, রতন কিশোর জমাতিয়া চন্দ্রকান্ত দেববর্মা ও অরুন দেববর্মা সাব জোনাল অফিসার কমল দেববর্মার হাতে সাত দফা দাবির প্রতিলিপি তুলে দিয়েছেন।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়ার অভিযোগ, রাজ্যে জোট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করা হচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন কথা বলতে চাইছে মানুষের অধিকারকে বুঝে নিতে চাই কিন্তু সেই রকম পরিস্থিতি আজ নেই। তাই আজ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে জিএমপি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন জোনাল এবং সাব-জোনালকে নিয়ে কনভেনশন করা হয় এবং এই কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে বিভিন্ন সাব জোনাল গুলিতে মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।
তাঁদের দাবিগুলি হল, এডিসি এলাকায় ১২৫ তম সংবিধান সংশোধন করা
ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অতি শীঘ্রই করা, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০ দিনের কাজ বছরে দেওয়া সহ আরো অনেক দাবী।

নেশা বিরোধী, নারী ও শিশু সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে কমলপুরে রেলি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ ডিসেম্বর: নেশা বিরোধী, নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার কমলপুরে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। রেলিতে এসএইচজি গ্রুপের মহিলা সহ অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেন। কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশনের উদ্যোগে এবং সিএলএফের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার কমলপুর মহকুমার মানিকভান্ডারে বিভিন্ন এসএইচজি মহিলা গ্রুপদের নিয়ে শিশু ও নারী সুরক্ষার বিষয়ে এক বিশাল রেলি বের করা হয়। রেলিটি মানিক ভান্ডারের উত্তর বাজারের মৈত্রী ভবন থেকে বের হয়ে মানিক ভান্ডারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে লান্থু চৌমুহনী স্কুল প্রাঙ্গনে সমাপ্ত হয়। রেলিতে নেশা বিরোধী, নারী ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে শ্লোগান মুখোরিত হয়ে উঠে। এবিষয়ে এস এইচ জি গ্রুপের অমৃতা দেবনাথ বলেন, নভেম্বরের ২৫ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ পর্য্যন্ত আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। যেমন নারীদের সুরক্ষা দেওয়া, নারী নির্য্যাতন বন্ধ করা, শিশুদের দেওয়া নেশা বিরোধী আলোচনা করা ইত্যাদির উপর সচেতনতার কর্মসূচি গ্রহন করা হয়। আগামী দিন বিভিন্ন স্থানে চলবে এই কর্মসূচি।

শুভম নাট্যচক্রের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে খোয়াই পুরাতন টাউন হলে আয়োজিত হল নাটক 'তদন্ত সংবাদ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ ডিসেম্বর: শুভম নাট্যচক্রের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে খোয়াই পুরাতন টাউন হলে আয়োজিত হল নাটক 'তদন্ত সংবাদ'। আগামী ২২শে ডিসেম্বর আগরতলায়, এক রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে এই নাটকটি। খোয়াই পুরাতন টাউন হলে শুভম নাট্য চক্রের ২৩ তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে অনেকদিন পর সংস্কৃতির শহর খোয়াইয়ের নাট্য পরিমন্ডলে নাটকের প্রাণ ফিরিয়ে দিলো নাট্যময়ী দর্শকরা।
এদিন কানায় কানায় পূর্ণ খোয়াই পুরাতন টাউন হলে প্রথমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পরবর্তীতে চারজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় শুভম নাট্যচক্রের পক্ষ থেকে। এদিন সস্ত্রীক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা, শুভম নাট্যচক্রের অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমীর কুমার দাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিজয় কুমার দেবনাথ, তাপস দাস সহ অন্যান্যরা।
এদিন পরবর্তীতে শিব শর্মার রচনায় এবং শিবব্রত রায়ের পরিচালনায় তদন্ত সংবাদ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এদিন নাটকের অভিনেতা তথা কাউন্সিলর পীযুষ কান্তি চৌধুরীর অভিনয় থেকে শুরু করে সমস্ত কলা কুশীলবদের অভিনয় সকলের মন কেড়ে নেয়। উল্লেখ থাকে এই নাটকটি রাজ্যস্তরিয় নাট্য উৎসবে আমন্ত্রিত নাটক হিসেবে ডাক পেয়েছে।

ধর্মনগরে দলীয় সভার অনুমতির দাবিতে ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-র

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: ধর্মনগরে দলীয় সভার অনুমতির দাবিতে জেলা ও মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে সিপিআই(এম)। প্রসঙ্গত, সিপিআই(এম) উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে চতুর্থ উত্তর জেলা সম্মেলন আগামী ৩০ ডিসেম্বর ধর্মনগর অনুষ্ঠিত হবে। এমর্মে সিপিআই(এম) জেলা কমিটির উদ্যোগে ধর্মনগর পুর পরিষদের নিকট ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে জেলা সম্মেলন আয়োজন করার আবেদনপত্র জমা করা হয়। কিন্তু পুর পরিষদ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় ৩০ ডিসেম্বর ধর্মনগর মন্ডলের অনুষ্ঠান থাকায় সিপিআই (এম) এর জেলা সম্মেলনের জন্য অনুমতি দেওয়া যাবে না।
এই সমগ্র বিষয় নিয়ে বুধবার দুপুরে সিপিআই(এম) জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ধর্মনগর পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ এর সাথে প্রথমে দেখা করে সম্পূর্ণ বিষয়টি তাঁর নজরে আনেন। সাথে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।সেখান থেকে জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধনের নিকট সম্পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেন। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) দলের জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন,প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ,মহকুমা সম্পাদক অভিজিৎ দে সহ অন্যান্যরা। এদিনের ডেপুটেশন শেষে জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত বলেন, বিগত সাত বছর যাবৎ সিপিআই(এম) দল ধর্মনগরের কোথাও সভা সম্মেলন করার অনুমতি পায় নাই। সরকারি টাকায় নির্মিত ভবনে বিরোধী দল সভা সম্মেলন করার অনুমতি পায় না। অন্যদিকে শাসকদলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিধি নিষেধ থাকে না। আগামী ৩০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে একদিন পিছিয়ে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর জেলা সম্মেলন করার আবেদন রাখেন। যদি তাতেও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী একবছরের মধ্যে কবে তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে তারও দাবি জানান তিনি।

৬ দফা দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর: ৬ দফা দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংঘটিত করেছে। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বৃহস্পতিবার মিছিল ও সভা সংগঠিত করে।
এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, গোলাঘাটি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদিকা রেহেনা বেগম, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অঞ্জনা কলই, সহ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সিপাহীজলা জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।
দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির উৎ করতে হবে ,নেশার রমরমা ব্যবসা বন্ধ করতে হবে , আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনিক উদ্যোগ বাড়াতে হবে,. নারীদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বছরে ৫০০০০ চাকরি ব্যবস্থা করতে হবে,রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ সিপিআইএম জেলা অফিসের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন এলাকা স্লোগানের মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করে এসে জেলা কার্যালয়ের সামনে শেষ হয় । সেখানে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: আগামী পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন নগাধিরাজ দত্ত। তাছাড়া, চারজন বোর্ড মেম্বারও নিযুক্ত হয়েছেন। আজ তাঁদের ত্রিপুরার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা স্বাগত জানিয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন চেয়ারম্যান নগাধিরাজ দত্ত বলেন, ত্রিপুরার স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।

সর্বধর্ম মিশনের উদ্যোগে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: সর্বধর্ম মিশনের পক্ষ থেকে আজ আগরতলা শহর এলাকার পাঁচটি স্কুলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
সর্বধর্ম মিশন প্রতিবছরই নানা সামাজিক কাজকর্ম করে থাকে। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলা শহর এলাকার পাঁচটি স্কুলের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সর্বধর্ম মিশন এর কর্মকর্তারা জানান আগামী বছর আরো একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এধরনের সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রতিবছর একটি করে স্কুল এই প্রকল্পের আওতায় বাড়ানো হবে বলেও তারা জানান।ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ছাড়াও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলা পুর নিগমের ৩৭ ,৩৮ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র এবং স্থানীয় বিধায়িকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে সর্ব ধর্ম মিশন এর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

৬০০ বোতল ফেনসিডিল বোঝাই গাড়ি আটক, গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: গোপন খবরের ভিত্তিতে ৬০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করল সোনামুড়া থানার পুলিশ। সঙ্গে গাড়ির চালক সোলেমান মিয়াকে আটক করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গোপন খবরের ভিত্তিতে কাঠালিয়া-সোনামুড়া সড়কের বেজিমারা সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৭-ই-০৭৪৮ নম্বরের ইকো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছয়টি কার্টুনে মোট ৬০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করল সোনামুড়া থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে গাড়ী চালক সোলেমান মিয়াকে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত দে।
তিনি আরো জানান, প্রতিদিনের মতো যানবাহন চেকিং করা হচ্ছিল। তখনই একটি খবর আসে একটি গাড়িতে নেশাজাতীয় কফসিরাপ নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই পুলিশ উৎপেতে বসেছিল। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী একটি গাড়ি কাঠালিয়া সোনামুড়া সড়কে আসলে তাকে দাঁড়াবার জন্য সিগনাল দেয় পুলিশ। পুলিশকে দেখে গাড়িটি পেছনদিকে পালিয়ে যেতে চাইলে গাড়িটিকে ধাওয়া করে গাড়িসহ তার চালককে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অধিকারীক।

জল খাওয়ার নামে বাইক রিপিয়ারিং এর দোকান থেকে মোবাইল চুরি

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর : তৃষ্ণা মেটাতে এসে মোবাইল চুরি করে নিয়ে গেলো ভদ্ররূপী চোর। দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে বিষয়টি ধরা পড়েছে। এই বিষয়ে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দোকানটির মালিক। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ বিশালগড় নিচের বাজারে আমজাদ হোসেনের বাইক সার্ভিস সেন্টারে এক অপরিচিত এক ব্যক্তি এসে জল খেতে চায়। দোকানের মালিক কাজে ব্যস্ত থাকায় ওই ব্যক্তিকে দোকানের ভেতরে গিয়ে জল খেতে বলেন। কিন্তু জল পান করতে দিয়ে যেন বিপদ ডেকে আনলেন দোকানের ব্যবসায়ী। দোকানের মালিক আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন, সেই চোর দোকানে প্রবেশ করে ফিল্টার থেকে জল নিয়ে খাওয়ার সময় ফিল্টারের উপরে রাখা দোকানের এক কর্মচারীর মোবাইলটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজাখুঁজির পর দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে তারা বিষয়টি দেখতে পান। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানায় সিসিটিভির ফুটেজ সমেত একটি অভিযোগ দায়ের করেন দোকান মালিক আমজাদ হোসেন। বর্তমানে বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকা যুবকরা তাদের নেশার টাকার যোগাড় করতেই নাকি এই সমস্ত চুরির ঘটনা করে যাচ্ছে গোটা সিপাহীজলা জেলায়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সাথে নিয়ে মোবাইল সহ চোরকে আটক করতে মাঠে নেমেছে।

অযোগ্য বাছাই না হলে বাতিল পুরো প্যানেল, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): একাধিক বার পিছিয়ে যাওয়ার পর বৃহস্পতিবার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে হওয়া এই শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য, এসএসসি। পরে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা না-গেলে পুরো প্যানেল বাতিল করতে হবে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে শীর্ষ আদালত মূলত অযোগ্যদের বাছাই করার উপরে জোর দিয়েছে। সম্ভাব্য কোন উপায়ে তা করা যায়, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে। শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বলেন, ""নম্বর কারচুপি হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছে।"তার পরেই তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের বাছাই করতে রাজ্যের সম্মতি রয়েছে কি না।
রাজ্যের আইনজীবী জানান, যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাইয়ে তাঁদের সমর্থন রয়েছে। নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর সংযোজন, তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য দিয়েছে।
এসএসসির আইনজীবী আদালতে জানান, নিয়োগ তালিকায় থাকা দের বাছাই করা সম্ভব। তার পরেই এসএসসির উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, "আমাকে বোঝান কেন হাই কোর্ট বলল (যোগ্য-অযোগ্য) আলাদা করা সম্ভব নয়?"
গত ২২ এপ্রিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করে। তার ফলে চাকরি যায় ২৫, ৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের।

১৮৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ২

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। আমবাসা বেতবাগান নাকা পয়েন্টে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৮৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে গাড়ির চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর আসে আজ সকালে ধর্মনগরগামী একটি গাড়িতে গাজা পাচার করা হবে। সেই মোতাবেক আমবাসা বেতবাগান নাকা পয়েন্টে পুলিশ উত পেতে বসে থাকে। তখন নাকা পয়েন্টে গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গোপন চেম্বার থেকে ১৮৯ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক তিনি আরও জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। ধৃতরা হলেন, সমীর রবিদাস এবং জয়দীপ চৌধুরী। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ বিপ্লবীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালো ডিওয়াইএফআই

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর : আজ আগরতলায় ছাত্র যুব ভবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ডিওয়াইএফআই। কাকড়ি ষড়যন্ত্র মামলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে কাকড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, কাকড়ি ষড়যন্ত্র মামলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ৯ আগস্ট, ১৯২৫ সালে লখনৌ-সাহারানপুর ট্রেনে ডাকাতি করে। এই ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের টাকা লুঠ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অর্থ জোগাড় করা। ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার জন্য কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে রামপ্রসাদ বিসমিল, আশফাকউল্লা খান, ঠাকুর রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজকরা বলেন, আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে কাকড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নকে রক্ষা করার জন্য শপথ নেওয়া হয়। পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ ভারতকে রক্ষার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন ডিওয়াইএফআই কর্মীরা।

"আপনারাও কারচুপি করেছেন, সমস্যা আপনাদের নিয়ে", রাজ্যকে তোপ প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যকে রীতিমত তোপের মুখে পড়তে হয়। তিনি এসএসসির উদ্দেশে বলেন, ''অন্যের হাতে তথ্য তুলে দিলেন। নিজেদের হাতে রাখলেন না? কী ভাবে এটা করতে পারলেন? আপনারাও কারচুপি করেছেন। পঙ্কজ বনসল যে কারচুপি করেছে তা জানা গিয়েছে। সমস্যা আপনাদের নিয়ে।"
এসএসসি-র আইনজীবী শীর্ষ আদালতে বলেন, ''২৬ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিছু নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু পুরো নিয়োগে নয়। ধাপে ধাপে পরীক্ষা হয়েছে। তাই সব ওএমআর শিট সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব ছিল না। ২০২১ সাল পর্য্যন্ত কোনও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়নি।"
কিন্তু এসএসসির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি প্রধান বিচারপতি। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "কোন কোন ওএমআর শিটের তথ্য ক্যাপচার করা হয়েছে?
শুনানির একটি পর্য্যায়ে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল কি না, নষ্ট করলেও তা কত দিনের মধ্যে করার নিয়ম রয়েছে। রাজ্য জানায়, এক বছর পরে ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়। রাজ্য আরও জানায়, ওএমআর শিটের 'মিরর ইমেজ' সংরক্ষণ করে রেখেছে এসএসসি।
তার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "সাধারণ ভাবে এটা সঠিক নয়।"
একই সঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, "কেউ ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করে রাখেনি। এসএসসি করেনি। তারা দায়িত্ব দিয়েছিল নাইসাকে। তারাও করেনি। নাইসা আবার স্ক্যানটেককে দায়িত্ব দেয়। তারাও সংরক্ষণ করেনি। স্ক্যানটেক স্ক্যান করেই ছেড়ে দিয়েছিল।"

সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্মেলন শুরু

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর: পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের পুলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, সিপিএম নেতা পবিত্র কর, মানিক দে সহ অন্যান্যরা।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএম নেতা পবিত্র কর বলেন, আজ ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সিপিআইএমের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা চর্তুথ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম খোয়াই জেলায় সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি তিনদিন ব্যাপী আগরতলা টাউন হলে ২৪তম সিপিআইএমের রাজ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নতুন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। আগামীদিনে পার্টির রূপ রেখা নির্ধারন করা হয় এই সম্মেলন থেকে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
12/20/2024, 12:54 AM